ঈশপের গল্প

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

ঈশপের গল্প

অনুবাদ
জেবা রশীদ চৌধুরী

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
657646
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০

দ্বিতীয় সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৭ ডিসেম্বর ২০১০

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0162-7

উৎসর্গ

ভালোমন্দ বুঝতে যিনি শিখিয়েছে
সেই মহীয়সী মহিলা, আমার
মা বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সূচি

১১ নিয়তির লিখন
১২ প্রকৃষ্ট প্রমাণ
১২ একমুখো পদচিহ্ন
১৩ পিঁপড়ের কাছে সাহায্য ভিক্ষা
১৪ ভিন্ন যুক্তি
১৫ দুর্বলচিত্ত
১৬ স্বার্থপরের শাস্তি
১৬ জাতশত্রু
১৭ নগণ্য
১৭ আরো ভালো
১৮ ধীরে ধীরে বশীকরণ
১৯ পরামর্শের অপচয়
১৯ জাতব্যবসা
২০ সাধারণ ঠগ
২০ অতি আশা দুরাশা
২১ স্বভাব (১)
২২ সম্পদের সন্ধানে
২২ ঝড়ের কাছে নতিস্বীকার
২৩ মিথ্যেয় ভরা শহর
২৩ একতাই বল
২৪ উপকারের প্রতিদানে উপকার
২৪ চোখের ডাক্তার
২৫ বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু
২৫ অতি চালাকের গলায় দড়ি
২৬ নতুন ও পুরোনো বন্ধু
২৭ অভিজ্ঞতার ফল
২৭ ফাঁকা আওয়াজ
২৮ মূল্যায়ন
২৯ স্বভাব (২)
২৯ ডাঁশপোকা, সিংহ ও মাকড়সা
৩০ স্বভাব নষ্টের প্রয়াস
৩১ শিক্ষাপ্রাপ্তি
৩২ এক চোখ খুলে ঘুম
৩৩ দুর্ভাগ্যের কারণ
৩৩ সিংহবেশি গাধা
৩৩ আশাই ভরসা
৩৪ পাল্টা আক্রমণ
৩৪ কায়া ও ছায়া
৩৫ অলস জীবন
৩৫ পিঁপড়ে চোর
৩৬ উন্মোচিত স্বরূপ

বুদ্ধিহীনের প্রতিশোধ ৩৬
গাছের গোড়ায় কুঠারাঘাত ৩৭
কিলের বদলে ঘুসি ৩৭
সব মনিবই এক ৩৮
স্বার্থান্বেষী ৩৮
ভাগ্যের পরিহাস ৩৯
একই ঝাঁকের পাখি ৩৯
বেমানান ৪০
বিলম্বে শিক্ষাপ্রাপ্তি ৪১
নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ উপায় ৪২
লজ্জাহীনকে লজ্জা দেওয়া ৪২
বিজয়ী লাপাত্তা ৪২
বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড ৪৩
নির্ভয় ৪৩
গেঁয়ো ইঁদুর ও শহুরে ইঁদুর ৪৪
অপাত্রে ভরসা ৪৫
সব কিছুতেই দোষ ৪৬
যখনকার কাজ তখন ৪৬
সাবধানের মার নেই ৪৭
যথেষ্ট ৪৮
বুদ্ধির জোর ৪৯
ভুল করে চাওয়া ৫০
ধৈর্য ৫১
উপযুক্ত শাস্তি ৫১
অভিজ্ঞতা ৫২
ধীরে হলেও নিশ্চিত ৫২
স্বার্থপরের যুক্তি ৫৩
অনুকরণের নেশা ৫৪
শত্রু না মিত্র ৫৪
সততাই শ্রেষ্ঠ ৫৫
ছুঁচোর ঢিবি থেকে পর্বতপ্রমাণ ৫৬
মিথ্যে সম্মান ৫৬
বোকারাম ৫৭
হাতে হাতে ফল ৫৭
পরচুলা ৫৮
প্রাণভয়ে চিৎকার ৫৯
সত্যিকারের বন্ধু ৫৯
আত্মপ্রশংসা ৬০
ঘোলাজলে মাছ ধরা ৬০
ছোট বড় ৬১

ভূমিকা

ঘটনাচক্রে আমার অনুবাদিত ঈশপের গল্পগুলো ডা. মারুফী খানের চোখে পড়েছিল বলে সেগুলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গল্প নিয়ে 'ঈশপের গল্পগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি, যাঁর সাহায্য ছাড়া ঈশপের গল্পগুচ্ছ আত্মপ্রকাশ করতে পারত না তাঁর নাম তখন নেওয়া হয় নি। প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন কার্যকলাপে যাঁদের জড়িত থাকাতে আমরা বেশিরকম অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তাঁদের পাওনা কত যে দুর্মূল্য তা চোখে পড়ে বড় দেরিতে। সুফী, যাঁর ভালো নাম মতিউর রহমান চৌধুরী, যদি সেদিন ডা. মারুফী খানের প্রচেষ্টার সঙ্গে হাত না মেলাতেন তা হলে বইটা ছাপানো সম্ভবও হত না—আর আজ তার পুনর্মুদ্রণের প্রশ্নও উঠত না।

অনুবাদ করেছিলাম খেয়ালের বশে, কোনো কোনো অলস মধ্যাহ্নে, হয়তো শুয়ে-বসে। তবে যা নাড়াচাড়া বা অনুবাদ করছিলাম তা যে দুর্মূল্য রত্নবিশেষ সে কথা আমার ভালোভাবেই জানা ছিল। পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস আছে যা চির সত্য, চির ভাস্বর ও চির নতুনও বটে। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ঈশপ (এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে) গল্পের আচ্ছাদনে যেসব সত্যের উদ্‌ঘাটন খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতাব্দীতে শুনিয়েছেন তা আজকের দিনেও জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিভাত হয়। তাতে মনে হয় মানবচরিত্র সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণার অন্ত ছিল না। লজিক পড়তে গিয়ে জেনেছি মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব এবং পশুত্বের সংমিশ্রণের কথা। আজকাল মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে পশুত্বের প্রকাশ স্পষ্ট দেখতে পাই—হয়তো বয়স এবং অভিজ্ঞতার কারণে। ঈশপ সেই কবে কোনকালে 'পশু' গল্পে মানুষরূপী পশুর কথা বলে গেছেন।

ভালো কথা আজকাল কেউ শুনতে চায় না। ভালো মানুষের মূল্যায়ন তো দূরের কথা আঁস্তাকুড়েও তাঁরা ঠাঁই পায় না। এমনি ন্যক্কারজনক অবস্থায়ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে হাজার হাজার ছাত্রের পাঠ্য হিসেবে ঈশপের গল্প বেছে নিয়েছেন তাতে আশান্বিত বোধ করছি। কোন কবি কবে বলে গেছেন—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।" মানুষ গড়ার কাজে যাঁরা অবদান রাখছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাভাজন। ঈশপের গল্পগুচ্ছ পুনর্মুদ্রণের প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জেবা রশীদ চৌধুরী
রোড নং ২০, বাড়ি ১১, সেক্টর ৭
উত্তরা, ঢাকা।

নিয়তির লিখন

স্বভাবভীরু এক ভদ্রলোকের একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটি দুরন্ত, সাহসী এবং শিকারে অত্যন্ত আগ্রহী। ভদ্রলোক একদিন স্বপ্ন দেখলেন, একটি সিংহ তার ছেলেটিকে মেরে ফেলেছে। স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন তিনি, ভাবলেন ছেলের শিকারে যেমন ঝোঁক, সিংহের হাতে মরণই বুঝি তার ভাগ্যে লেখা আছে। ছেলের ভবিষ্যৎকে যেন তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন।

নিয়তির লিখন এড়ানোর জন্য সভয়ে তিনি ছেলের জন্য একটি উঁচু দেওয়াল ঘেরা ঘর তৈরি করে চারদিকে প্রহরী নিযুক্ত করলেন এবং ছেলেকে সেই ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। তিনি তার মনোরঞ্জনের জন্যও ব্যবস্থা করলেন, প্রচুর খরচ করে তিনি তার প্রিয় ছেলের প্রিয় সব জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেওয়ালে-দেওয়ালে সাজিয়ে দিলেন। সেখানে সিংহের ছবিও ছিল।

কিন্তু শিকারপাগল ছেলের শুধু জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখে মন ভরবে কেন? সে ছবিগুলি দেখে দেখে যেন আরও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। একদিন সিংহের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সে ভীষণ ক্ষেপে উঠল। চিৎকার করে সিংহের ছবিটিকে উদ্দেশ করে বলল : 'ধিক তোমাকে ; শুধু তোমার জন্য, আর আমার বাবার মিথ্যে স্বপ্নের কারণে আজ আমাকে মেয়েদের মতো বন্দিজীবন যাপন করতে হচ্ছে। কী করে যে তোমায় উচিত শিক্ষা দিই।'

এই বলে সে রাগে অন্ধ হয়ে প্রচণ্ড রাগে এক ঘুসি বসিয়ে দিল ছবির সিংহের চোখে। ঘুসি গিয়ে লাগল দেওয়ালে, আঘাতে দেওয়ালের গায়ের পাথরকুচি ভেঙে গিয়ে ঢুকল তার নখের নিচে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল সে, নখের ব্যথায় আঙুল ফুলে একাকার, সেইসঙ্গে গায়ে এল জ্বর। জখম আর জ্বর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না ছেলেটি। মৃত্যু হল তার। সিংহ, সে যদিও ছবির সিংহ মাত্র, তবু সে-ই হল তার মৃত্যুর কারণ। তার বাবার শত চেষ্টাও তার ভাগ্যের লেখা খণ্ডন করতে পারল না।

শিক্ষা : ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে নিজেকে নিজের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করা উচিত। কারণ নিয়তির লেখা খণ্ডানোর চেষ্টা বৃথা।

প্রকৃষ্ট প্রমাণ

ঝিঁঝিঁ পোকা গাছের ডালে বসে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ডেকেই চলেছে। খেঁকশেয়ালীর তাকে খাবার ইচ্ছা। সে চিন্তা করে একটা বুদ্ধি ঠাউরাল।

গাছের গোড়ায় বসে সে ঝিঁঝিঁ পোকার মিষ্টিকণ্ঠের উচ্চপ্রশংসা জুড়ে দিল। বলল : 'ভাই ঝিঁঝিঁ পোকা, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। এত বলিষ্ঠ ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সমন্বয় তোমার মাঝে, না জানি তুমি দেখতে কেমন? একবার এস না ভাই নেমে, তোমাকে দেখে ধন্য হই।'

ফাঁদে ধরা দেবার পাত্র নয় ঝিঁঝিঁ পোকা। সে একটি পাতা ছিঁড়ে টুপ করে ফেলে দিল খেঁকশেয়ালীর নাকের ডগা লক্ষ্য করে। খেঁকশেয়ালী ঝিঁঝিঁ পোকা মনে করে খপ করে ধরে ফেলল পাতাটি। আসল ঝিঁঝিঁ পোকা তখন গাছের ডালে বসে রসিয়ে রসিয়ে বলল : ভুল হয়ে গেল তোমার খেঁকশেয়ালী। তুমি ভেবেছিলে আমি নেমে এসেছি তোমার কথায় ভুলে। আমি কিন্তু সবসময়ই তোমার থেকে সাবধান! কারণ বহু আগেই তোমার ল্যাদায় ঝিঁঝিঁ পোকার পাখনা আমার চোখে পড়েছে।

শিক্ষা : সতর্ক থাকলে অনেক বিপদ এড়ানো যায়।

একমুখো পদচিহ্ন

পশুরাজ সিংহ খুব বুড়ো হয়ে পড়েছিল। দুর্বল শরীরে শিকার করে খাবার জোটানো দায় হয়ে পড়ল—তাই সে ঠিক করল এবার থেকে বুদ্ধির জোরে খাবার জোটাতে হবে। সে অসুখের ভান করে গুহায় পড়ে থাকল।

রোজই কেউ না কেউ রোগীর খোঁজখবর নিতে গুহায় ঢোকে আর সিংহমশাই খপ করে তাকে ধরে খেয়ে ফেলে। এভাবে অনেক জন্তুজানোয়ার পশুরাজের বুদ্ধির শিকার হল। চতুর শেয়াল কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই ধরতে পেরেছিল। সে ধীর পায়ে গুহার অদূরে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে শুধাল : রাজামশাই আজ কেমন বোধ হচ্ছে?

ভাঙা ভাঙা গলায় ভেতর থেকে জবাব এল : মোটেই ভালো নয় হে, মোটেই ভালো নয়। তবু ভালো যে তুমি খোঁজ নিতে এলে। একা একা আমি একেবারে

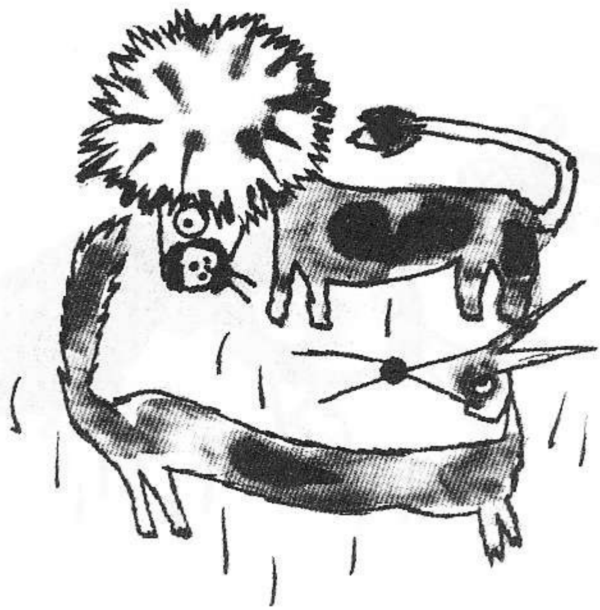

হাঁপিয়ে উঠেছি। তা ভায়া বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে বস।

বিজ্ঞ শেয়াল মুচকি হেসে বলল : আসতাম ঠিকই কিন্তু ভরসা পাচ্ছি কই? রাজামশাই—পায়ের ছাপগুলো দেখছি সবই ভেতরমুখো। যারা ভেতরে গেছে তারা বুঝি কেউ আর ফিরে আসে নি?

শিক্ষা : বিপদসংকেত লক্ষ্য করে বিপদ এড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ।

পিঁপড়ের কাছে সাহায্য ভিক্ষা

পিঁপড়ে সারাটা গ্রীষ্মকালে ক্ষেতে-খামারে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত-সমস্ত। একটি পতঙ্গ অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল : সবাই যখন ছুটি উপভোগ করছে তখন তুমি কেন ভাই এত ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছ? পিঁপড়ে কিছু বলল না। সে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

গ্রীষ্ম শেষ, শীত এল ঘনিয়ে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে পতঙ্গ বেরিয়েছে খাবারের সন্ধানে। ক্ষিধের জ্বালায় প্রাণ তার যায় যায়। কোথাও কিছু না পেয়ে

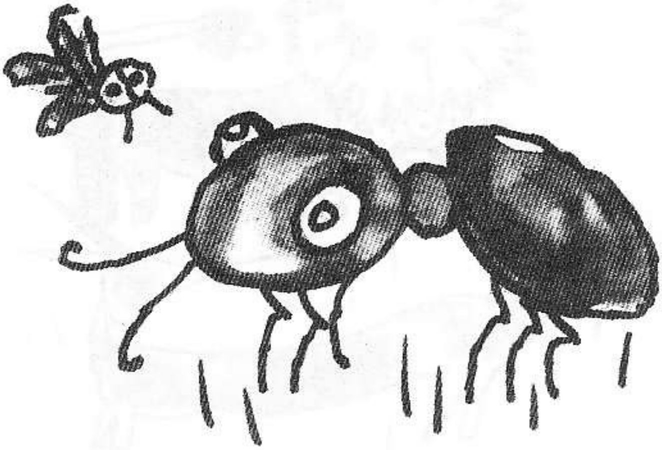

সে এল পিঁপড়ের কাছে খাবার চাইতে। পিঁপড়ে তখন বলল : আমার মতো তোমারও ছুটির সময় খাবার জোগাড় করে রাখা উচিত ছিল। তোমাকে তা হলে এখন আর খাবার ভিক্ষা চাইতে আমার কাছে আসতে হত না।

শিক্ষা : প্রাচুর্যের মধ্যেও ভবিষ্যতের সংস্থান করে রাখতে হয়।

ভিন্ন যুক্তি

চোর ঢুকল গেরস্থের বাড়িতে। সেখানে নেবার মতো কিছুই ছিল না, একটিমাত্র মোরগ ছিল, সেটিকে নিয়েই পালাল চোর।

চুরি করা মোরগ তো আর পোষা যায় না। ধরা পড়ার ভয়ে তাকে জবাই করে পালকগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, যাতে পালক চিনে 'মোরগ চোর'কে কেউ ধরে ফেলতে না পারে। এই ভেবে চোর বাড়ি ফিরেই ছুরি নিয়ে মোরগটি জবাই করতে গেল।

মোরগ কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলল : দয়া করে আমায় প্রাণে মেরো না। আমি মানুষের উপকার বৈ অপকার করি না কখনো। ভেবে দেখ, রোজ কত ভোরে নিয়মিত আমি মানুষের ঘুম ভাঙাই। তারা ভোরে উঠে যার যার কাজে যোগ দিতে পারে। অন্তত এ কাজটুকুর বিনিময়ে আমাকে এ-যাত্রা ছেড়ে দাও।

উঁহুঁ! বলল চোর—তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। এত ভোরে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে দাও বলেই তো আমরা চুরি করার জন্য এত অল্প সময় পাই।

এই বলে চোর মোরগটিকে জবাই করে ফেলল।

শিক্ষা : যে কাজে সৎ ব্যক্তির সুবিধা হয় তাতেই আবার অসৎ ব্যক্তির অসুবিধা।

দুর্বলচিত্ত

হরিণছানা তার বাবাকে বলল : বাবা, প্রকৃতি তোমাকে কুকুরের চেয়ে কত বড় করে বানিয়েছে। তাদের চেয়ে দৌড়াতেও পার তুমি অনেক ভালো।

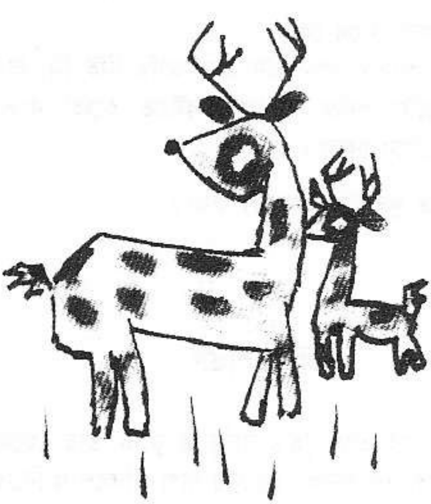

নিরাপত্তার জন্য তোমার কী চমৎকার দুটি শিং রয়েছে! তবুও কেন তুমি কুকুরকে এত ভয় পাও?

হরিণ হেসে বলল : যা বলছ তুমি সবই সত্যি কথা। তবু কেন জানি না কুকুরের ডাক শুনলেই আমার মনে দৌড়ে পালাবার অদম্য ইচ্ছে জেগে ওঠে।

শিক্ষা : যে জন্ম-কাপুরুষ তার মনে কোনোমতেই সাহসের সঞ্চার করা যায় না।

স্বার্থপরের শাস্তি

একটি লোক একটি ঘোড়া ও একটি গাধার উপর তার মালপত্র সমান সমানভাবে বোঝাই করে ভিন্ দেশে যাচ্ছিল। গাধাটি ক্লান্ত হয়ে ঘোড়াকে মিনতি করে বলল : ভাই ঘোড়া, আমি ক্লান্তিতে মরে যাচ্ছি। আমার খানিকটা ভার তুমি নাও, নইলে আমি আর বাঁচব না।

ঘোড়ার দয়া হল না। সে গাধাকে সাহায্য করতে সামান্য ভারও নিতে নারাজ।

গাধাটি শেষ পর্যন্ত অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরেই গেল।

লোকটি আর কী করে? মরা গাধার চামড়া ছাড়িয়ে সবগুলো মাল-সামান ঘোড়ার পিঠে চাপাতে বাধ্য হল। মালের উপর মরা গাধাটির চামড়াও চাপিয়ে দিল সে।

ঘোড়ার আক্ষেপ তখন দেখে কে?

'হায় কপাল, জ্যান্ত গাধার খানিকটা ভার আমি নিই নি, অথচ এখন তার সবটুকু ভারসহ চামড়াটা পর্যন্ত আমাকে বইতে হচ্ছে' বলে ক্লান্ত ঘোড়া কোনোমতে পা টেনে টেনে চলল।

শিক্ষা : সবলের উচিত দুর্বলকে সাহায্য করা।

জাতশত্রু

একটি সাপ একদা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে তার ছেলেটিকে কামড়ে দিল। ছেলেটি মারা গেল তৎক্ষণাৎ। ছেলের বাপ প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। সে কুড়াল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সাপের গর্তের মুখে। যেই না সাপ

মাথা বের করেছে অমনি দে কোপ। সাপ কিন্তু মরল না। কোপ ফসকে গিয়ে যে পাথরের গর্তের মধ্যে সাপ লুকিয়ে ছিল সেই গর্তের গায়ে লাগল। পাথর খানিকটা ভেঙে গেল। সাপ যদি ফের প্রতিশোধ নিতে আসে সেই ভয়ে লোকটি সাপের কাছে আপস প্রস্তাব পাঠাল। কিন্তু সাপ রাজি হল না। সে বলল : না! এ হয় না। ভাঙা পাথর চোখে পড়লেই আমার প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। তুমিও নিশ্চয়ই তোমার ছেলের কবর দেখলে নিজেকে শান্ত রাখতে পারবে না। সুতরাং আপসের প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না।

শিক্ষা : ঘোরতর শত্রুতায় কখনো লঘুভাবে আপস মীমাংসা সম্ভব নয়।

নগণ্য

ছোট্ট এক ডাঁশপোকা ষাড়ের শিঙের গোড়ায় বসে কষে রক্ত চুষে খেল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকা কি আর ভালো লাগে? চঞ্চল হয়ে উঠল ডাঁশপোকা। যাবার আগে ষাঁড়কে ঠাট্টা করে সে বলল : তুমি কি চাও আমি এখন চলে যাই?

ষাঁড় অবজ্ঞাভরে জবাব দিল : তুমি কখন এসে বসেছ আমি বুঝতেই পারি নি। সুতরাং তুমি চলে গেলেও সেটা আমার লক্ষ করার কথা নয়।

শিক্ষা : কিছুসংখ্যক লোক সংসারে দেখা যায় যাদের থাকা না-থাকায় কারো কিছুই যায় আসে না। তারা এতই সাধারণ।

আরো ভালো

দেবতা জিউস একটি ষাঁড় বানালেন। প্রমিথিউস বানালেন মানুষ আর এথেনা বানালেন একটি ঘর। সবাই যার যার হাতের কাজ নিয়ে গেলেন মোনাসের কাছে দেখাতে। এত সুন্দর হাতের কাজ দেখে তার মনে হিংসার উদ্রেক হল। তিনি প্রত্যেকের কাজের কিছু-না-কিছু খুঁত ধরতে লাগলেন। তিনি বললেন :

জিউস, তোমার উচিত ছিল ষাঁড়ের শিঙের উপর তার চোখ বসানো। তা হলে শিং দিয়ে কি জিনিস গুঁতোচ্ছে সে তা আরো ভালো করে দেখতে পেত।

প্রমিথিউস, তুমি মানুষের মন যদি তার দেহের বাইরে জুড়ে দিতে তা হলে সে কী ভাবছে অন্যে দেখতে পেত। মনের দুরভিসন্ধি অন্যের কাছে প্রকাশ পেত। আর এথেনার বাড়ির নিচে যদি চাকা লাগানো থাকত তা হলে মন্দ প্রতিবেশী জুটলে অন্যত্র বাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত।

দেবতা জিউস তার এহেন হিংসুটে মনোভাবে বিরক্ত হয়ে তাকে দেবতাদের আবাসভূমি অলিম্পাস থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

শিক্ষা : কোনোকিছুই এত ভালো নয় যার কিছুমাত্র খুঁত বের করা যায় না।

ধীরে ধীরে বশীকরণ

উত্তুরে হাওয়া আর সূর্যের মধ্যে শক্তি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। এ বলে আমি বেশি শক্তিশালী, ও বলে আমি। হঠাৎ নজরে পড়ল এক পথিক পথ চলছে। তারা বাজি ধরল পথিককে যে কাপড় খুলতে বাধ্য করতে পারবে সেই হবে জয়ী।

উত্তুরে হাওয়াই প্রথমে চেষ্টা করবে ঠিক হল। হাওয়া বইতে লাগল জোরে জোরে আরো জোরে, ভীষণ জোরে। পথিক দেখে কাপড়চোপড় যেন উড়েই চলে যায়। সে আঁকড়ে ধরে থাকল তার কোট প্যান্ট। ঠাণ্ডা বাতাসের দাপটে সে গায়ে আরেকটা চাদর জড়িয়ে নিতে বাধ্য হল। ক্লান্ত উত্তুরে হাওয়া হাল ছেড়ে দিয়ে তখন বলল : নাও ভাই সূর্য, এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ, বেয়াড়া পথিককে বশ মানাতে পার কি না।

সূর্য তখন মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে দিল পৃথিবীতে। একটু পরে রোদ বাড়লে পথিক চাদর-কোট খুলে ফেলল। গরমে পথিক অস্থির হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত আর টিকতে না পেরে কাপড় জামা খুলে নদীতে নাইতে নেমে গেল সে।

শিক্ষা : অনেক সময় জোর করে যা করা যায় না বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধাপে ধাপে তা করা সম্ভব।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

পরামর্শের অপচয়

শকুন কী করে উড়ে বেড়ায় তাই শিখতে চাইল কচ্ছপ। শকুন তাকে অনেক করে বুঝাল 'কাজ নেই তোমার ওসব শিখে। উড়া তোমার কাজ নয়।'

কচ্ছপ কিছুতেই শুনবে না। তাকে উড়ার চেষ্টা করতেই হবে। চেষ্টায় নাকি সবই হয়।

শকুন তখন বলল : তোমার দেহ উড়ার জন্য উপযোগী নয়, কী করে উড়তে শিখবে?

'তুমি শেখাও তো দেখি। পারি না-পারি সে আমি বুঝব।' কচ্ছপ একেবারে নাছোড়বান্দা।

কী আর করে শকুন। কচ্ছপকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে নখে করে আকাশে উড়ল। তারপর যেই উড়তে শেখার জন্য কচ্ছপকে সে ছেড়েছে অমনি ধপ্ করে কচ্ছপটি পড়ল গিয়ে এক পাথরের ঢিপির উপর। তারপর ? তারপর তো সবই শেষ।

শিক্ষা : সামর্থ্যের প্রতিযোগিতায় অনেকেই বিজ্ঞজনের পরামর্শে কান না দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে।

জাতব্যবসা

গাধাটি মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটি খেঁকশিয়ালকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে তার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হল। ভালো যে তার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তখনই ভান করে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

খেঁকশিয়াল এ ব্যাপারে গাধাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, একটি বেড়া টপকাতে গিয়ে তার পায়ে বড় একটা কাঁটা বিঁধে গেছে। সে আরো বলল যে, কাঁটাটি খুলে তবে যেন খেঁকশিয়াল তাকে খায়। নইলে তার নিজেরই গলায় সেটা আটকে যেতে পারে।

এহেন কথায় বিশ্বাস করে শিয়াল পড়ল ফাঁদে। গাধার পা নিজের চোখের সামনে তুলে ধরে কাঁটা পরীক্ষা করতে যেতেই গাধার জোর লাথি খেয়ে দাঁত কটা শিয়ালের গেল উড়ে।

খেঁকশিয়াল নিজের নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলল : আমার বাবা আমাকে কসাইয়ের কাজ শিখিয়েছিলেন, ডাক্তারি তো নয় ? জাতব্যবসা ছেড়ে ডাক্তারি করতে গিয়েই আমার এই বিপত্তি। আমার উচিত শিক্ষাই হয়েছে দেখছি।

শিক্ষা : যার যে কাজ তাকে তা-ই করতে হয়।

সাধারণ ঠগ

এক জাদুকরের কবচ বিক্রির ভালো ব্যবসা ছিল। তার কবচ ধারণে দেবতার রোষ পর্যন্ত বিলোপ পায় বলে সে দাবি করত। অনেকেই তার কবচ ধারণ করত। এতে তার প্রচুর আয় হত। পরে অবশ্য জাদু করার জন্য তার সাজা হয়। আদালতে বিচার চলাকালে জাদুকরকে দেখতে পেয়ে তার একজন পুরোনো খরিদ্দার বলল : তুমি তো দাবি করতে যে দেবতা পর্যন্ত বশ করতে পার তোমার কবচ দিয়ে, এখন যে দেখছি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বশ করতে পারছ না।

শিক্ষা : যাযাবর বা বেদে মেয়েরা তন্ত্রমন্ত্র করে অসাধ্য সাধনের আজগুবি গল্প শোনায় অথচ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তারা অতি সাধারণ জিনিসও সময়কালে করতে পারে না, অসাধ্য সাধন তো দূরের কথা।

অতি আশা দুরাশা

ব্যাঙ দেখল ষাঁড় ভীষণ বড়। তার শখ হল তার চেয়েও বড় হবার। সে বেলুনের মতো নিজেকে ফোলাতে শুরু করল। কুঁচকানো বিশ্রী চামড়া তার মসৃণ হয়ে উঠল। একটু থেমে সে ছেলেদের জিজ্ঞেস করল : দেখ্ তো এখন ষাঁড় বড়, না আমি? ছেলেরা বলল : ষাঁড় বড়।

ব্যাঙ আরো ফোলাতে লাগল নিজেকে। বলল : এবার?

ছেলেরা বলল : এখনো ষাঁড় তোমার চেয়ে বড়।

রেগে গিয়ে ব্যাঙ নিজেকে আরো ফোলাতে গিয়ে বেলুনের মতো ফেটে মরেই গেল।

শিক্ষা : দুর্বল সবলের চাল চালতে গেলে তার নিজেরই সর্বনাশ হয়।

স্বভাব (১)

দেবতা জিউসের নির্দেশে প্রমিথিউস মানুষ ও পশু গড়লেন। কাজ শেষ করার পর দেখা গেল মানুষের চেয়ে পশুর সংখ্যা বেশি। জিউস হুকুম করলেন

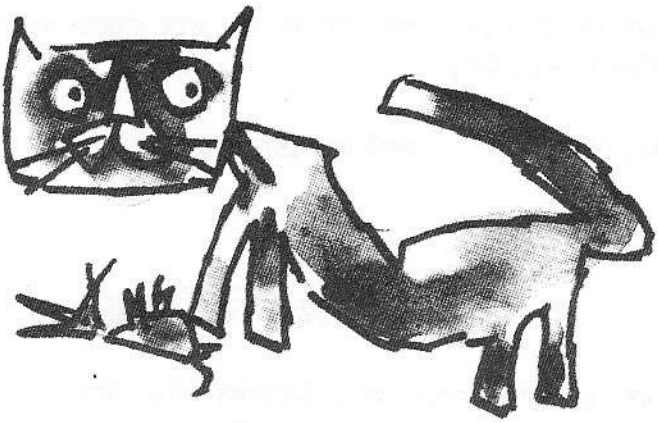

কিছুসংখ্যক পশু ভেঙে ফেলে মানুষ গড়ে মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রমিথিউস তাই করলেন। কিন্তু যে সকল মানুষ পশু ভেঙে গড়া হল তাদের আকৃতির যদিও পরিবর্তন হল, মনের দিক দিয়ে তারা পশুই রয়ে গেল।

শিক্ষা : স্বভাব বদলানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সম্পদের সন্ধানে

মরণোন্মুখ কৃষকের শেষ ইচ্ছা তার ছেলেগুলো অতি উত্তম কৃষকরূপে গড়ে উঠুক। সে তাদের ডেকে বলল : আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না, আমার যা কিছু ধনসম্পদ সব আমার আঙ্গুর ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছি, তোমরা খুঁজে পেতে নিয়ে নিও।

বাবা মারা গেলে ছেলেরা ভাবল ধনসম্পদ নিশ্চয়ই মাটির নিচে পুঁতে রাখা। তারা আশায় আশায় জোর কোদাল চালাল আঙ্গুরক্ষেতের প্রতি ইঞ্চি জমিতে। লুকানো ধনরত্ন কিছুই পাওয়া গেল না বটে তবে সেবার অভূতপূর্ব ফসল ফলেছিল তাদের জমিতে।

শিক্ষা : নিজের পরিশ্রমের ফলই তার শ্রেষ্ঠ ধন।

ঝড়ের কাছে নতিস্বীকার

বেতবন ও জলপাইগাছের মধ্যে নিজেদের শক্তি নিয়ে তর্ক চলছিল। জলপাইগাছ বলল : তুমি তো একটু বাতাসেই নুয়ে পড়। তোমার আবার শক্তি কোথায়? বেতবন উত্তর দিল না সে-কথার।

কিছুক্ষণ পর ঝড় এল। প্রচণ্ড ঝড়। বেতবন ঝড়ের ঝাপ্টাকে কোনোরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। বাতাসের ধাক্কায় সে একবার এদিকে নুয়ে পড়ে আরেকবার ওদিকে। ঝড় শেষে দেখা গেল ঝড়ের ধাক্কা সামলে উঠেছে সে, দাঁড়িয়ে আছে নিজের পায়ে।

এদিকে বিরাট শক্তিশালী জলপাই গাছ তো নুইতে জানে না। সে বাতাসের ধাক্কাকে ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ে গেল।

শিক্ষা : আমাদের উচিত অবস্থা অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলা।

মিথ্যেয় ভরা শহর

মরুভূমি অতিক্রমকালে একটি লোক দেখতে পেল একটি মেয়ে আনতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি কিছুতেই চোখ তুলে তাকায় না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : কে তুমি?

'সত্য আমার নাম।' বলল মেয়েটি।

'শহর ছেড়ে এখানে মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছ কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'যুগ বদলে গেছে কিনা তাই আমি এখানে চলে এসেছি। আগে লোকালয়ে মিথ্যেবাদীর সংখ্যা ছিল সামান্য। আজকাল কারো সাথে কথা বললেই দেখা যায় সে মিথ্যেবাদী।'

শিক্ষা : সত্যের চেয়ে মিথ্যা বেশি হয়ে গেলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

একতাই বল

এক কৃষকের ছেলেগুলি একে অপরকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। তাদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লেগেই থাকত। অনেক চেষ্টা করেও বেচারা কৃষক ছেলেদের মধ্যে সদ্ভাব আনতে না পেরে মনে খুব দুঃখ পেলেন। একদিন তিনি কয়েকটি কাঠি একত্র করে আঁটি বেঁধে এনে সবার হাতে দিয়ে বললেন : ভাঙ তো দেখি?

কেউই তা ভাঙতে পারল না। কৃষক তখন কাঠিগুলি পৃথক করে একটি একটি করে ছেলেদের হাতে দিয়ে বললেন :

এবার ভাঙতে পারবে তো?

তারা যার যার হাতের কাঠি সহজেই ভেঙে ফেলল।

বাবা তখন ছেলেদের বুঝিয়ে বললেন : তবেই দেখ চিন্তা করে। মিলেমিশে থাকলে তোমাদের কেউ দমাতে পারবে না। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি করে সবাই যদি ভিন্ন পথ ধর, তা হলে এককভাবে শত্রুর মোকাবিলায় সহজেই কাবু হয়ে যাবে।

শিক্ষা : একতারই জয়, বিরোধেই ক্ষয়।

উপকারের প্রতিদানে উপকার

তৃষ্ণার্ত এক পিঁপড়ে নদীর জলে মুখ দিতেই তাকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একটি ঘুঘুপাখি তা দেখতে পেয়ে পিঁপড়েটির সামনে একটি গাছের পাতা ফেলে দিল। পিঁপড়েটি পাতায় চ'ড়ে বসে প্রাণ বাঁচাল।

কিছুদিন পরে পিঁপড়েটি দেখতে পেল একজন শিকারি সেই ঘুঘুটির দিকে তীর ছুঁড়তে উদ্যত। কুট্ করে সে কামড় বসিয়ে দিল শিকারির পায়ে। উহ্ করে উঠতেই হাতের তীর গেল পড়ে আর শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুঘুটি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

শিক্ষা : সবসময় উপকারের বদলে প্রত্যুপকার করতে হয়।

চোখের ডাক্তার

এক বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হল তাকে। ডাক্তার তার চোখের চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। প্রতিদিন তিনি বৃদ্ধার বাড়িতে এসে তার চোখে মলম লাগিয়ে দেন। মলম লাগানোর পর কিছুক্ষণ দু চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতে হয়। আর যতক্ষণ চোখ বাঁধা থাকে ততক্ষণ ডাক্তার ঘরের জিনিসপত্র একটা একটা করে সরাতে থাকেন। ঘরের সব জিনিসপত্র আত্মসাৎ করার পর তিনি রায় দিলেন যে বৃদ্ধার চোখ এখন ভালো হয়ে গেছে। তার চিকিৎসা শেষ, অতএব ফিস্ দিতে হবে। ঘরের জিনিসপত্র কিছুই দেখতে না পেয়ে বৃদ্ধা ভাবল নিশ্চয়ই তার চোখ ভালো হয় নি। তাই তিনি ফিস দিতে রাজি হলেন না। বললেন : চোখ সম্পূর্ণ না সারিয়ে দিলে ডাক্তার তার ফিস পাবেন না।

ডাক্তার আদালতে নালিশ করলেন। বৃদ্ধাকে আদালতে ডাকা হল। জেরার সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে তিনি বললেন যে ডাক্তারের সাথে কথা ছিল রোগ সারলে তবেই তিনি ফিস দেবেন, তার আগে নয়। রোগ যখন সারে নি বরং বেড়েছে তখন তার ফিস পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরো বললেন, ডাক্তার তার চিকিৎসা করার আগে তার চোখ খারাপ হলেও এত খারাপ ছিল না। তিনি তার ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র পরিষ্কার না হলেও

অন্তত আবছা আবছা দেখতে পেতেন, চিকিৎসার পরে তিনি সে-সমস্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

শিক্ষা : কেউ কেউ নিজের অসদোপার্জনের ওপরও মুনাফা-অন্ধ হয়ে নিজের দুর্বলতার প্রত্যক্ষ সুযোগ করে দেন।

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

ভ্রমণরত দুই বন্ধুর সামনে হঠাৎ একটি ভালুক এসে পড়ল। একজন মুহূর্তেই গাছে চড়ে ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। অপরজন উপায়ান্তর না দেখে নিসাড় হয়ে মরার মতন পড়ে থাকল মাটিতে। তার জানা ছিল ভালুক কখনো মরা মানুষ খায় না।

ভালুক কাছে এসে তাকে নেড়েচেড়ে শুঁকে দেখে মৃত মনে করে ফেলে রেখে চলে গেল। গাছ থেকে তা দেখে অপর বন্ধু মনে করল ভালুক বুঝি কানে কানে তাকে কিছু বলে গেল। সে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল : কী ভাই, ভালুক তোমাকে কী বলে গেল?

অপর বন্ধু জবাব দিল : ভালুক বলল, যে বন্ধুর উপর ভরসা করা যায় না তার সাথে পথে বেরুতে নেই।

শিক্ষা : দুর্দিনেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় মেলে।

অতি চালাকের গলায় দড়ি

একদা একটি গাধা লবণের ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাবার সময় নদী পার হতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পানিতে বসে পড়েছিল। পানির সংস্পর্শে এসে লবণ গুলে একেবারে জল। উঠে দাঁড়িয়ে গাধা দেখে বোঝা তার একদম হালকা হয়ে গেছে। সে তো মহাখুশি। ভাবল বিরাট এক আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। নদী পার হতে গিয়ে পানিতে বসে পড়লেই যে বোঝা হালকা হয়ে যায় এ কথা তার আগে জানা ছিল না।

কিছুদিন পরের ঘটনা। সেই গাধাটির পিঠেই তুলার বোঝা। ক্লান্ত গাধা সামনে নদী দেখে খুশি হয়ে উঠল। চালাকি করে নদী পার হতে গিয়ে সে হোঁচট খাওয়ার ভান করে পানিতে বসে পড়ল। কিন্তু একি? উঠে দাঁড়াতে পারছে না কেন সে? শুকনো বোঝা তো এমন ভারী ছিল না? ক্রমে মাথাটিও আর উঁচু করে রাখতে না পেরে ডুবে মরে গেল গাধা।

সে কি জানত লবণের বোঝা পানিতে ভিজে হালকা হয়ে যায় অথচ তুলার বোঝা ভিজে হয়ে যায় আরো ভারী?

শিক্ষা : মাঝে মাঝে বুদ্ধির অহংকারে চালাকি করতে গিয়ে ভাগ্য এমন বিড়ম্বনা ঘটায় যা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

নতুন ও পুরোনো বন্ধু

দূর জঙ্গলের ধারে একপাল ছাগল চরাতে নিয়ে গেল রাখাল। ছাগল চরাতে চরাতে সে লক্ষ করে দেখল যে তার পালের সাথে বেশকিছু জংলি ছাগলও এসে জুটেছে। বিকালে খুশি মনে সে সবকটি ছাগল হাঁকিয়ে বাড়ি নিয়ে এল।

পরের দিন দুর্যোগের দরুন ছাগল চরানো সম্ভব হল না। রাখালটি ঘরের ভেতরই ছাগলদের ঘাস খড় খাইয়ে রাখল। নিজের ছাগলদের সামনে যৎসামান্য ধরে দিয়ে জংলি ছাগলদের খুব করে খাওয়াল সে। তার ধারণা জংলি ছাগলদের ভালো খাবারদাবার দিলে তারা হয়তো তার পালেই রয়ে যাবে।

হল কিন্তু ঠিক উল্টো। পরের দিন রাখাল সবগুলো ছাগল একসাথে চরাতে নিয়ে গেল জঙ্গলের ধারে। পৌঁছেই জংলি ছাগলগুলো গভীর জঙ্গলের দিকে দে ছুট। মনঃক্ষুণ্ন রাখাল বলল : নিমকহারাম! আমি এত আদরযত্ন করলাম কি এইজন্য?

উত্তরে জংলি ছাগলদের মুখপাত্র বলল : সেইজন্যই তো আমরা পালাচ্ছি। পোষ মেনে তোমার পালে যোগ দিলে এরপর নতুন যারা আসবে নিজ স্বার্থে আমাদের খাবার দিয়েই তাদেরকে খাতির করবে। আর তখন আমাদের ভাগ্যে জুটবে সামান্য খড়কুটো।

শিক্ষা : পুরনো বন্ধুদের অবহেলা করে নতুন বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠতে নেই।

অভিজ্ঞতার ফল

খামারবাড়ির সামনের উঠানে কুকুরটি ঘুমাচ্ছিল। চোখ খুলে দেখতে পেল খেঁকশিয়ালীর একেবারে হাতের মুঠোয় সে। পালাবার উপায় নেই। সে তখন করজোড়ে বলল : আমাকে এ অবস্থায় খেয়ে মোটেই সুখ পাবে না। দেখছ তো আমার অবস্থা—একেবারে হাড্ডিচর্মসার। তবে দু-একদিনের মধ্যে আমার মনিব তার বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছেন। প্রচুর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তখন আমার খানিকটা মোটা হবার আশা আছে। এখনই না খেয়ে বরং তখন খেয়ো আমাকে। খেয়ে তা হলে সুখ পাবে। এ কথায় খেঁকশিয়ালী রাজি হয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরের কথা। খেঁকশিয়ালী ফিরে এসে দেখতে পেল কুকুরটি শুয়ে আছে ঘরের ছাদে।

সে তাকে ডেকে বলল : এই যে আমি এসেছি। এবারে নেমে এসে তোমার কথা রাখ।

ছাদের উপর থেকে কুকুর জবাব দিল : নিচের উঠোনে আর কোনোদিন আমায় ঘুমুতে দেখলে খেয়ো।

শিক্ষা : একবার বিপদ এড়াতে পারলে বুদ্ধিমান সারাজীবন ঐ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে।

ফাঁকা আওয়াজ

সিংহ আর গাধা মিলে শিকারে বেরুল। এক গুহায় কয়েকটি ছাগল লুকিয়েছিল। দুজনে মিলে সে গুহায় গেল। সিংহ গুহার মুখে পথ আগলে দাঁড়াল। আর গাধা ঢুকল গিয়ে গুহায়। উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করে ছাগলগুলোকে তাড়া করে বের করল সে। পথ আগলে দাঁড়ানো সিংহ টপাটপ কয়েকটা ছাগল খেয়ে ফেলল। শেষে বেরিয়ে এল গাধা। সে গর্ব করে বলল : কেমন বন্ধু, দেখলে তো কী করে ভয় দেখিয়ে বের করলাম ছাগলগুলোকে?

উত্তরে সিংহ বলল : সত্যি ভাই! তুমি যে গাধা এটা জানা না থাকলে তোমার চেঁচামেচিতে আমিও ভয় পেতাম।

শিক্ষা : চেনা লোকের কাছে বাহাদুরি করতে গেলে নিজেকে এমনি হাস্যাস্পদ হতে হয়।

মূল্যায়ন

একদা একটি নধর কান্তি গৃহপালিত গাধা শীতের সকালে রোদ পোহাচ্ছিল। জংলি গাধা তাই না দেখে কাছে এসে তাকে অভিনন্দন জানাল। বলল : তোমাদের কপালের জোর আছে ভাই। ভালো খাওয়াদাওয়া পাও বলে দেখতেও তুমি কত সুন্দর।

উত্তরে গৃহপালিত গাধা কিছু বলেছিল কি না জানি না। কিন্তু কিছুদিন পর সেই জংলি গাধাটিই দেখতে পেল গৃহপালিত গাধাটি পিঠে ভারী বোঝা বয়ে

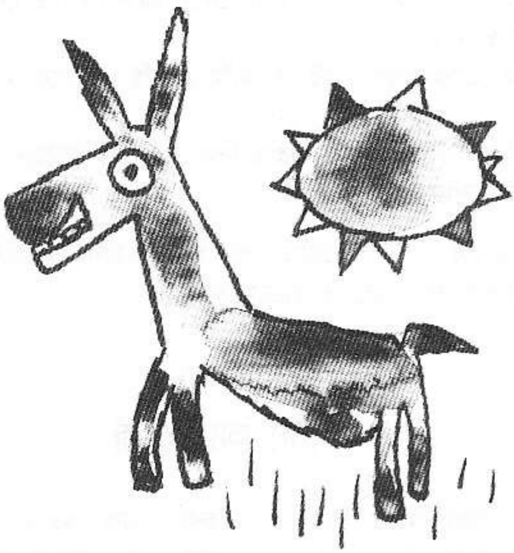

নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে বেত হাতে একটি লোক। কিছুক্ষণ পরপরই তার হাতের বেত গাধার পিঠে পড়ছে সপাং সপাং শব্দে। জংলি গাধাটি বুঝতে পারল ভালো খাওয়াদাওয়ার বিনিময়ে তার ভাগ্যে কী জোটে। সে তখন ভারবাহী গাধাটির কাছে এসে বলল : বন্ধু তোমাকে এখন আর অভিনন্দন জানানোর কোনো উপায় নেই বরং তোমাকে দেখে দুঃখ হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি ভালোমন্দ দুটো খাবারের পরিবর্তে তোমাকে কত কষ্ট করতে হয়।

শিক্ষা : বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কেউ যদি কষ্টের বিনিময়ে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে তা দেখে কারো লোভ হওয়া উচিত নয়।

স্বভাব (২)

একবার একটি বিড়াল এক সুন্দর সুশ্রী যুবকের প্রেমে পড়ে দেবী আফ্রোদিতির কাছে গিয়ে হাজির। তার আরজি তাকে সুন্দরী তরুণীতে পরিণত করে দিতে হবে। অনেক কাকুতি মিনতির পর দেবী অবশেষে রাজি হলেন। বিড়াল পেল এক অপরূপ রূপসীর আকার। যুবকটি রূপসীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গেল। এদিকে আফ্রোদিতি কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলেন তাদের ঘরকন্না। উদ্দেশ্য বিড়ালের আকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তার স্বভাবের পরিবর্তন হল কি না তা যাচাই করে দেখা।

স্বামী-স্ত্রী ঘরে শুয়ে রয়েছে। নিরাকার দেবী সে ঘরে ঢুকে একটি ইঁদুর ছেড়ে দিলেন এক কোণে। স্ত্রীবেশী বিড়াল ইঁদুর দেখেই লাফ দিয়ে তাকে ধরতে গেল স্থান-কাল-পাত্র ভুলে। তার মনেই রইল না যে সে আর বিড়াল নেই। এদিকে দেবী আফ্রোদিতি তার স্বভাবের পরিবর্তন হল না দেখে রাগ করে আবার তাকে যে বিড়াল সে বিড়ালই বানিয়ে দিলেন।

শিক্ষা : দুষ্ট প্রকৃতির লোকের বাহ্যিক পরিবর্তন সম্ভব হলেও তার আসল চরিত্রের পরিবর্তন হয় না।

ডাঁশপোকা, সিংহ ও মাকড়সা

রক্তপিপাসু ডাঁশপোকা সিংহকে গিয়ে বলল : আমি তোমাকে ভয় করি না। তোমার চেয়ে কোনো অংশেই আমি কম নই। কী এমন আছে যা তুমি আমার চেয়ে ভালোভাবে করতে পার তুমিই বল? দাঁত দিয়ে কামড়াবে? নখ দিয়ে খামচাবে? আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির অধিকারী। প্রমাণ চাও? এস তবে সম্মুখসমরে নামা যাক।

ভন, ভন, ভন শব্দে রণভেরী বাজিয়ে সিংহের লোমহীন শরীরাংশে বসে ডাঁশপোকা কষে রক্ত চুষতে লাগল। তারপর নাক-মুখের আনাচে-কানাচে কামড়ে লাল করে সিংহকে খেপিয়ে পাগল অস্থির করে তুলল। সিংহের তো শেষ পর্যন্ত 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। নাজেহাল সিংহ রণে ভঙ্গ দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল।

বিজয়ী ডাঁশপোকা ভন, ভন, ভন করে আনন্দে-গর্বে উড়তে উড়তে গিয়ে পড়বি তো পড় জড়িয়ে পড়ল এক মাকড়সার জালে। মাকড়সা পোকাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে, নিশ্চিন্তে তাকে চেটেপুটে খেয়ে শেষ করল।

মরতে মরতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা না ভেবে পারল না ডাঁশপোকা। যে নাকি পরম পরাক্রান্ত সিংহকে পরাজিত করল তার কিনা এহেন অপমৃত্যু! ভাগ্যের পরিহাস বটে! শেষ পর্যন্ত এক নিকৃষ্ট মাকড়সার হাতে এতবড় বীরবিক্রমের পরাজয়!

শিক্ষা : অহঙ্কারীর পতন এভাবেই হয়।

স্বভাব নষ্টের প্রয়াস

একরাত্রে চোর এল বাড়িতে। ঘরের কুকুরটি জেগেই ছিল। তার সামনে কিছু খাবার ধরে দিল চোর। অমনি কান খাড়া হয়ে গেল কুকুরটির।

'ব্যাপার কী?' বলল সে, 'তুমি খাবার দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছ নাকি? যাতে সময়মতো আমি কাউকে সাবধান করে দিতে না পারি? এটা কিন্তু তোমার ভুল হল! হঠাৎ করে তুমি যখন আমার প্রতি দয়া দেখাচ্ছ তখন মতলব একটা নিশ্চয়ই আছে তোমার। আমাকে দেখছি সজাগ পাহারায় থাকতে হবে যাতে তুমি কিছু নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ না পাও।'

শিক্ষা : হঠাৎ আদরে বোকাদের ঠকানো চলে কিন্তু বুদ্ধিমানেরা তত সহজে ভোলে না।

শিক্ষাপ্রাপ্তি

এক বাড়িতে ইঁদুরের খুব উৎপাত বেড়েছিল। খবর পেয়ে বিড়াল সে বাড়ি গিয়ে হাজির। একটি একটি করে অনেক ইঁদুর খেয়ে সাবাড় করল সে।

ভয়ে সব ইঁদুর ঢুকল গর্তে। আর তো তারা বেরোয় না। এদিকে বিড়ালের লোভ গেছে বেড়ে। সে এক বুদ্ধি বের করল। দেওয়াল বেয়ে উঠে সে এক লোহার সিক ধরে ঝুলে থাকল। এমন ভান করল যেন সে মরেই গেছে। তার ধারণা, সে মরে গিয়ে ঝুলে আছে মনে করে ইঁদুরগুলো একে একে বেরিয়ে আসবে আর সুযোগমতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে কয়টা পারে সাবাড় করবে।

কিন্তু ইঁদুর আসলে খুব চালাক। বিড়ালের চেয়েও চালাক। বিড়াল তো মরার ভান করে ঝুলেই আছে তো ঝুলেই আছে। অবশেষে একটি ইঁদুর কান খাড়া করে গর্তের মুখে এসে বিড়ালের দিকে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে বলল : কিছু লাভ নেই বন্ধু। তুমি ঝুলতে ঝুলতে বস্তা হয়ে গেলেও আমরা আর তোমার নাগালের মধ্যে আসছি না। ইতিমধ্যে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।

শিক্ষা : একবার ঠকে শেখার অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে কেউ আর সহজে শত্রুর প্রলোভনের শিকার হয় না।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

এক চোখ খুলে ঘুম

কর্মকার আর তার কুকুর। কর্মকার যখন কাজ করে তখন কুকুরটি একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আর সে কিছু খেতে গেলেই কুকুরটি ল্যাজ নেড়ে

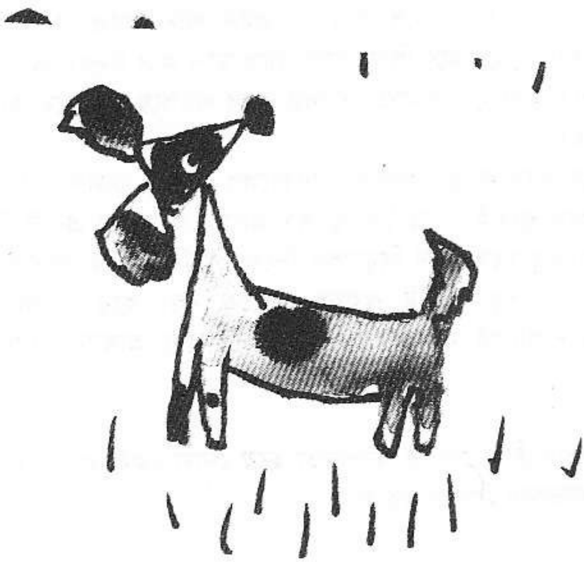

কাছে এসে দাঁড়ায়। কর্মকার একদিন খেতে খেতে তার প্রতি হাড়গোড় ছুড়ে দিয়ে বলল : আমার কাজের বেলায় তুমি শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোও, অথচ আমি মুখে কিছু দিতে না দিতেই তোমার ঘুম ছুটে যায়। আচ্ছা মজার ব্যাপার তো?

শিক্ষা : অলস ব্যক্তিরা, যারা অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকে তারাও ঠিক এমনি ধারার হয়।

দুর্ভাগ্যের কারণ

এক ব্যক্তি লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে এক কুয়োর পাড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। পাশ ফিরতে গেলেই সে যেকোনো সময়ে কুয়োয় পড়ে যেত। ভাগ্যদেবতা এসে তাকে সাবধানে জাগিয়ে দিয়ে বললেন : বাছা! পড়ে গেলে বুদ্ধির দোষে আমাকেই দোষারোপ করতে।

শিক্ষা : অনেকেই নিজ বুদ্ধির দোষে বিপদে পড়ে ভাগ্যের দোষ দেয়।

সিংহবেশী গাধা

সিংহের চামড়া পরে এক গাধা পশুদের ভয় দেখাত। একদিন শেয়ালকে ভয় দেখাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। প্রথমে শেয়াল থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি মোটেই। চালাকি ধরতে পেরে শেয়াল বলল : বন্ধু! তোমার গলার আওয়াজেই তোমাকে চিনতে পেরেছি। নইলে ভয়ে মরেই যেতাম।

শিক্ষা : সাধারণ লোকের বড়লোকি চাল না চালাই ভালো। তাতে অনর্থক বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আশাই ভরসা

দেবতা জিউস পার্থিব জীবনের সবকিছু 'শুভ' একটি পাত্রে ভরে তাতে ঢাকনা এঁটে দিলেন। বিশেষ কাজে তাঁকে একদিন অন্যত্র যেতে হল বলে তিনি পাত্রটি একজন লোকের জিম্মায় রেখে গেলেন। পাত্রের ভিতরে কী আছে জানার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে লোকটি পাত্রের ঢাকনা তুলে দেখতে গেল। আর যেই না সে ঢাকনা খুলেছে অমনি সবকিছু আকাশে উড়ে যেতে লাগল। আশা ছিল সবকিছুর তলায় ...। থতমত খেয়ে লোকটি তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ বন্ধ করল বটে কিন্তু ততক্ষণে আশা বাদে সবই উধাও।

শিক্ষা : হারানো সৌভাগ্য ফিরে পাবার জন্য মানুষ শুধু আশাই করতে পারে।

পাল্টা আক্রমণ

শিকারি কুকুর সিংহ দেখে তাকে পিছন থেকে তাড়া করতে গেলে সিংহ পিছন ফিরে এক বিরাট হুঙ্কার ছাড়ল। গর্জন শুনে ভয়ে শিকারি কুকুর তো ল্যাজ গুটিয়ে ভোঁ দৌড়।

আর তাই দেখে খেঁকশেয়াল মুচকি হেসে বলল : অকর্মণ্য কুকুর! খুব তো সিংহকে তাড়া করতে গিয়েছিলে। এখন দেখছি সিংহের গর্জনটুকুও সহ্য করতে পারলে না?

শিক্ষা : মানুষও মাঝে মাঝে নিজের চেয়ে শক্তিশালীর পিছনে লাগে। অপরপক্ষ সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালালে সে আবার নিরীহ প্রাণীর মতো ক্ষান্ত দেয়।

কায়া ও ছায়া

একটি কুকুর মুখে মাংসখণ্ড নিয়ে নদী পার হচ্ছিল। পানিতে নিজের ছায়া দেখে সে বুঝতেই পারল না যে এটা তার নিজেরই ছায়া। তার মনে হল ওরই মতোন আর একটি কুকুর তার চেয়েও বড় মাংসখণ্ড মুখে নিয়ে খেতে খেতে চলেছে। তার লোভ হল। সে চট করে তার মাংসটুকু ছিনিয়ে নিতে গেল। ওমা! কোথায় কুকুর আর কোথায় মাংস? তার নিজের মাংসটুকুও ততক্ষণে পানির স্রোতে অনেকদূর ভেসে চলে গেছে।

শিক্ষা : নিজের যা আছে তার চেয়ে বেশি পাবার আশায় সব সময় উদগ্রীব থাকা ভালো নয়।

অলস জীবন

একটি লোকের দুটি কুকুর ছিল। একটাকে দেওয়া হল শিকারের শিক্ষা, অন্যটিকে দেওয়া হল ঘরোয়া শিক্ষা। লোকটি শিকারি কুকুর নিয়ে শিকারে যায়। শিকার নিয়ে ফিরলে সবাই সেটা খায়, ঘরোয়া কুকুরও ভাগ পায়। শিকারি কুকুরের তাতে ভীষণ আপত্তি। সে কষ্ট করে শিকার ধরবে অথচ সমান ভাগ ঘরে বসে কোনো কষ্ট না করেই পাবে ঘরোয়া কুকুর? না এ ভারি অন্যায়।

কিন্তু ঘরোয়া কুকুরের দোষ কী? তার যুক্তি হল তাকে যখন শিকারের শিক্ষা দেওয়া হয় নি তখন তার শিকার করার কথা নয়। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে অবশ্যই সে শিকার করতে পারত। তাকে সে শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলেই শিকারি কুকুরের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে ঘরে বসে খেতে হয়।

শিক্ষা : অনেকে নিজেদের ছেলেমেয়েকেও এমনি শিক্ষা দিয়ে অলস অকর্মণ্য করে গড়ে তোলেন।

পিঁপড়ে চোর

পিঁপড়ে নাকি প্রথম জীবনে মানুষ ছিল। সে ছিল এক চাষী। নিজের ক্ষেতে যে ফসল হত তাতে তার মন ভরত না। সে হিংসা করত তার প্রতিবেশীকে। তাদের ক্ষেতের ফসল চুরি করে সে ঘরে নিয়ে তুলত। দেবতা রুষ্ট হলেন। তার মানুষের আকৃতি বদলে তাকে বানিয়ে দিলেন পিঁপড়ে। কিন্তু তবু তার স্বভাবের পরিবর্তন হল না। আজো সে সবার জিনিসে ভাগ বসায়। চুরি করে সবকিছু এনে জড়ো করে রাখে সে নিজের জন্য।

শিক্ষা : চরম শাস্তিও মানুষের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

উন্মোচিত স্বরূপ

খবর পাওয়া গেল মুরগির খামারে কয়েকটি মোরগ অসুস্থ। গোঁফে তা দিয়ে ডাক্তার সেজে বিড়াল ওষুধপত্র ব্যাগে ভরে রওনা দিল সেই খামারের উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে বিড়াল ডাক্তার বাইরে থেকে হাঁক দিল : কেমন আছ মোরগ-মুরগিরা সব? ভালো তো? খামারের ভেতর থেকে জবাব এল : খুব ভালো। তুমি যতক্ষণ বাইরে থাকবে আমাদের ততক্ষণ ভালো থাকারই তো কথা।

শিক্ষা : দুষ্টু লোক যতই ভালো মানুষ সাজুক না কেন সে বুদ্ধিমানকে ঠকাতে পারে না।

বুদ্ধিহীনের প্রতিশোধ

সাপের মাথায় বোলতা বসে অনবরত হুল ফুটিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। ব্যথার জ্বালায় অস্থির হয়ে বোলতাকে শায়েস্তা করার উপায়ান্তর না দেখে

পাগলপ্রায় সাপটি রাগের চোটে বোলতাসহ নিজের মাথাটি চলন্ত গাড়ির চাকার তলায় ঢুকিয়ে দিল। ফলে দুজনেরই একসাথে মৃত্যু হল।

শিক্ষা : মানুষও অনেক সময় যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য হয়ে চূড়ান্ত কিছু করে ফেলে, যা তার নিজের ধ্বংসই ডেকে আনে।

গাছের গোড়ায় কুঠারাঘাত

ফারগাছ আর কাঁটার ঝোপে তর্ক। ফারগাছ বলল : আমি কত লম্বা, দেখতেও কত সুন্দর। আমার কাঠে জাহাজ তৈরি হয়, মন্দিরের চূড়া বানানো হয়। আমার সাথে তোমার তুলনাই হয় না।

'তা বটে।' বলল কাঁটার ঝোপ। 'যে কুড়াল আর করাত তোমাকে কাটে তার কথা একবার মনে করে দেখ? কুড়াল-করাত যখন তোমাকে কাটতে আসবে তখন বুঝতে পারবে ফারগাছ না হয়ে কাঁটার ঝোপ হওয়াই ভালো।'

শিক্ষা : গর্ব করা ভালো নয়। আসলে সাধারণ লোকই নিরাপদ।

কিলের বদলে ঘুসি

দূর বিদেশ থেকে বক ফিরে এলে শেয়াল তাকে নিমন্ত্রণ করল। বক শেয়ালের বাড়ি এলে ঝকঝকে মসৃণ সমতল মার্বেল পাথরে স্যুপ বেড়ে দেওয়া হল। বক তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে কিছুই খেতে পারল না। শেয়াল পেট ভরে চেটেপুটে সব খেল।

প্রতিনিমন্ত্রণে শেয়াল গেল বকের ঘরে। বক সরুমুখ এক কলসিতে খাবার বেড়ে দিল। সে লম্বা ঠোঁট গলিয়ে চুকচুক করে সব খেল। শেয়ালের খাওয়াই হল না। খেয়েদেয়ে বক বলল : আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই বন্ধু। তুমি নিজেই তো এই উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলে।

শিক্ষা : কারো প্রতি খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ধরনের ব্যবহার করলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই।

সব মনিবই এক

এক বুড়ো তার একটিমাত্র গাধা চরাচ্ছিল। হঠাৎ হইহই রইরই শব্দে সে চমকে উঠল। শত্রুসৈন্য কি দেশে আক্রমণ চালাল? বুড়ো তো পালাতে পারলে বাঁচে। গাধা কিন্তু পালাতে নারাজ। সে নির্বিকারচিত্তে বুড়োকে প্রশ্ন করল : বলতে পার ওরা যদি রাজ্য জয় করে তা হলে কি আমাকে দ্বিগুণ বোঝা বইতে হবে?

'খুব সম্ভব না।' বলল বুড়ো।

'তা হলে আমার কী যায় আসে? আমি পালাতেই বা যাব কেন? যে-ই রাজা হোক না কেন, আমাকে তো আমার বোঝা বইতেই হবে।'

শিক্ষা : সাধারণ লোকের ক্ষেত্রেও অনেক সময় এ কথা সত্যি হয়। সরকার ভাঙে সরকার গড়ে এতে সাধারণ লোকের ভাগ্য বদলায় না।

স্বার্থান্বেষী

গ্রিক সাহিত্যে লক্ষ্মীর অনুরূপ দেবতা হলেন হার্মাস। এক ব্যক্তি হার্মাসের কাঠের মূর্তি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেল। কেউ কিনছে না দেখে সে চিৎকার করে খরিদ্দার জোটানোর উদ্দেশ্যে বলল : আমি দেবতা হার্মাস বিক্রি করছি। যে তাকে কিনবে দেবতার আশীর্বাদে সে প্রচুর অর্থশালী হবে।

একজন তাকে প্রশ্ন করল : তাই যদি সত্যি হবে, তা হলে তুমি তাকে বিক্রি করে দিচ্ছ কেন?

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে লোকটি জবাব দিল : আমার আবার এক্ষুনি কিছু কাঁচা টাকার দরকার কিনা, তাই বিক্রি করে দিচ্ছি। ইনি আবার লোকের পকেট ভরতে বেশ একটু সময় নেন।

শিক্ষা : এদের মতো স্বার্থান্বেষী-লোভী লোকদের কোনো কিছুতেই বাধে না।

ভাগ্যের পরিহাস

পিপাসায় কাতর এক হরিণ হ্রদে এসে পানি খাচ্ছিল। পানি খেয়ে শান্ত হয়ে হ্রদে সে তার নিজের ছায়া দেখতে পেল। তার বিরাট আঁকাবাঁকা শিঙের ছায়া দেখে তার মন গর্বে ভরে উঠল। কিন্তু তার সরু সরু পা-গুলোর ছবি দেখে সে মনে মনে লজ্জিত হল। সে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে চেয়ে নিবিষ্টমনে ভাবনায় মশগুল হয়ে উঠল।

এমন সময় কোথা থেকে এক সিংহ এসে উপস্থিত। ত্বরিতগতিতে হরিণটি ছুটে পালাল। আসলে সিংহের জোর তার দুরন্ত সাহসে আর হরিণের হচ্ছে তার ত্বরিতগতিতে। হরিণ ছুটছে তো ছুটছেই। সিংহও তাকে ধাওয়া করে চলছে। খোলা ময়দানে হরিণের কাছে ভিড়তে পারল না সিংহ। কিন্তু জঙ্গলে এসে হরিণ পড়ল বিপাকে। তার বিরাট আঁকাবাঁকা শিংগুলো গাছের ডালে বারবার আটকে যেতে লাগল। তার ত্বরিতগতি ব্যাহত হল। সিংহটি তখন হরিণকে ধরে ফেলল। বড় দেরিতে হরিণ বুঝতে পারল, যে পা-গুলো দেখে তার মনে ধিক্কার জন্মেছিল আসলে সেগুলোই ছিল তার জীবনের সহায় অথচ যে শিং ছিল তার গর্বের ধন সেই হল তার কাল।

শিক্ষা : বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের উপর আমরা ভরসা করি, বিপদে তাদের সাহায্য পাওয়া যায় না। বরং যাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না তারাই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

একই ঝাঁকের পাখি

একটি লোক বেছে বেছে একটি গাধা কিনল। কথা রইল বাড়ি নিয়ে কাজে লাগিয়ে সে দেখবে গাধাটি যথার্থই তার কাজের উপযোগী কি না। অপছন্দ হলে সে গাধা ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

গাধাটিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে তার খামারের অন্য গাধাদের মধ্যে ছেড়ে দিল। নতুন গাধা অন্য সব গাধার দিকে পিছন ফিরে যে গাধাটির কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল সে ছিল খামারের সবচেয়ে নিষ্কর্মা আর পেটুক গাধা। নতুন গাধাটি নিষ্কর্মা গাধাটির পাশে এসে দাঁড়িয়েই রইল তো দাঁড়িয়েই রইল। যেন তার

আর কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই। মনিব তাই দেখে নতুন গাধার গলায় দড়ি বেঁধে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বিক্রেতার কাছে। বলল : হল না ভাই! এ গাধায় আমার কাজ চলবে না।

বিক্রেতা অবাক হয়ে বলল : কী ব্যাপার? এরই মধ্যে যাচাই করা হয়ে গেল বুঝি? ক্রেতা বলল : আর যাচাই করার দরকার হবে না। আমি ঠিক জানি এই গাধা আমার খামারে গিয়ে তার সঙ্গীরূপে যে গাধাটি বেছে নিয়েছিল সে তারই মতো হবে।

শিক্ষা : মানুষ কী ধরনের বন্ধুবান্ধবদের সংশ্রবে থাকে তা দেখে তার নিজের চরিত্র বিচার করা যায়।

বেমানান

একটি লোকের সুন্দর ছোট্ট একটি কুকুর আর একটি গাধা ছিল। কুকুরটি সদা সর্বদা তার পায়ে ঘুরঘুর করে বেড়াত। মনিব তাকে খুবই আদর করতেন। অবসর সময়ে তার সাথে খেলা করতেন। বাইরে কোথাও খেতে গেলে তাঁর আদরের পোষা কুকুরের জন্য কিছু-না-কিছু খাবার জিনিস উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন।

গাধাটি এসব দেখে হিংসায় বাঁচে না। একদিন সেও কুকুরটির মতো মনিবের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিল। গাধার মতো এতবড় একটি জন্তু মানুষের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ালে মানুষের নিশ্চয়ই তা ভালো লাগবে না। আর কার্যত হলও তাই। মনিব রেগে গিয়ে লাথি মেরে তাড়াতে বাধ্য হলেন গাধাটিকে। চাকর-বাকরদের ডেকে বললেন গাধাকে ভালোরকম উত্তম মধ্যম দিয়ে আস্তাবলে বেঁধে রাখতে।

শিক্ষা : সবাইকে সব জিনিসে মানায় না।

বিলম্বে শিক্ষাপ্রাপ্তি

খাঁচার একটি পাখি রোজ রাতে গান ধরত। বাদুড়ের কাছে ব্যাপারটি কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। সে পাখিকে জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কী বল তো? তুমি কি শুধু রাতেই গান কর? দিনের বেলা তোমার গান তো কখনো শুনতে পাই না।

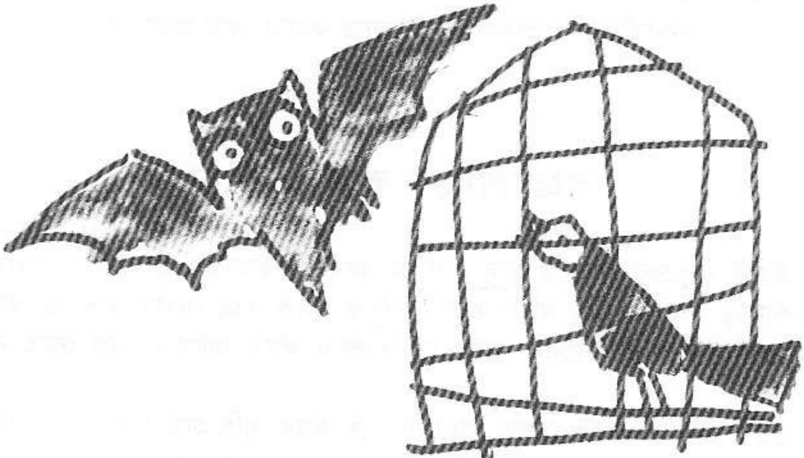

নাঃ, দিনে আর আমি গান গাই না। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। একদিন দিনের বেলায় আনমনে গান গাইছিলাম। আর সেই গান শুনতে পেয়ে শিকারি আমাকে ধরে ফেলে বন্দী করে রেখেছে। এখন আর আমি ভুলেও দিনের বেলা গান করি না।

সব শুনে বাদুড় বলল : এখন আর অত সাবধান হয়ে কী-ই-বা লাভ? তুমি তো এখন বন্দী হয়েই আছ। নতুন করে কেউ কি তোমায় বন্দী করতে যাবে? আগে যখন সাবধান হও নি এখন আর অত ঘটা করে সাবধানতা অবলম্বন করার কোনো মানেই হয় না।

শিক্ষা : দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর আফসোস করে লাভ নেই।

নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ উপায়

একটি সাপ বারবার অনেক লোকের পায়ের তলায় পিষ্ট হবার পর অতিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। ঈশ্বর তখন বললেন : প্রথমবার যার পায়ের তলায় পড়েছিলে তারই পায়ে ছোবল বসিয়ে দিলে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের তলায় তোমাকে পড়তে হত না।

শিক্ষা : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথমবারই যদি রুখে দাঁড়ানো যায়, তা হলে পরবর্তীকালে তোমার প্রতি অন্যায় করতে কেউ সাহস পাবে না।

লজ্জাহীনকে লজ্জা দেওয়া

একটি কুকুরের স্বভাবই ছিল চালাকি করে লোকজনকে বেকায়দায় ফেলে কামড়ে দেওয়া। তার মনিব তাই সবাইকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে তার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলেন, যাতে সে নিঃশব্দে কারো কাছে এগিয়ে যেতে না পারে।

কুকুর কিন্তু মতলবটি বুঝতে পারে নি। সে আরো খুশি হয়ে হাটে গিয়ে মাথা উঁচু করে গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তার ভাবখানা দেখে একটি মেয়ে কুকুর এগিয়ে এসে বলল : তুমি নিজেকে কী মনে কর? গলায় ঘণ্টা তোমার সৎস্বভাবের পুরস্কার নয়। বরং যে মন্দ স্বভাব এতদিন ভালোমানুষি চালে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে এরই বহিঃপ্রকাশ এই ঘণ্টাতে।

শিক্ষা : বড়াই করে নিজের দুর্বলতাই জাহির করা হয়।

বিজয়ী লাপাত্তা

মুরগিদের মনোরঞ্জনের জন্য অধিকার নিয়ে দুই মোরগে বাধল তুমুল যুদ্ধ। পরাজিত মোরগটি হার মেনে গিয়ে লুকাল এক অন্ধকার কোণে। বিজয়ী গর্বে লাফ দিয়ে উঠল গিয়ে এক উঁচু দেওয়ালের উপর। বুক টান করে, গলা তুলে,

পাখ দুলিয়ে কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে মনের আনন্দে নিজ বিজয়বার্তা ঘোষণা করল সে–'কুক্কুরুক্কু কু-কু'।
আর ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটি চিল এসে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে উড়ে গেল আকাশে। অন্য মোরগটি তখন নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এল। মুরগিগুলোর উপরে এখন তার একচ্ছত্র অধিকার।

শিক্ষা : দাম্ভিককে দমন করে আল্লাহ শিষ্টজনকে মর্যাদা দান করেন।

বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড

পাখি শিকারির বাড়িতে অবেলায় মেহমান এসে হাজির। সে বেচারা কী আর করে? উপায়ান্তর না দেখে মেহমানদারির খাতিরে নিজের শিকারি কুড়াপাখি জবাই করেই মেহমানকে খাওয়াবে ভাবল সে। কুড়াপাখি তো বেঁকে বসল। বলল : কী! তোমার জন্য আমি আমার নিজের জাতভাইদের পর্যন্ত ভুলিয়ে এনে তোমার ফাঁদে ফেলি আর তুমি কিনা আমাকে জবাই করে মেহমান খাওয়াবে? এত উপকারের বদলে এই প্রতিদান?

শিকারি তখন বলল : তোমার নিজের জাতভাইয়ের জন্যও তো তোমার এতটুকু দরদ দেখি নি কোনোদিন। সেই কারণেই না হয় তোমাকে জবাই করব।

শিক্ষা : বিশ্বাসঘাতক যাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কাছেই শুধু যে ঘৃণ্য তা নয়, যার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে তার কাছেও সে ঘৃণ্য।

নির্ভয়

দুটি গাধা ভারী মালের বোঝা নিয়ে চলেছিল দূর বিদেশে। একটি গাধার পিঠে ছিল বস্তাভরা টাকা। সে দেমাকভরে মাথা উঁচু করে গলার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পথ চলছিল। অন্যটির পিঠে ছিল বস্তাভরা বার্লি। সে বেচারা বোঝার ভারে কোনোমতে পথ চলছিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারলেই যেন প্রাণ বাঁচে।

পথে ডাকাত পড়ল। ঝুনঝুন ঠুনঠুন করা গাধার পিঠের সব টাকাকড়ি লুটেপুটে নিয়ে গেল তারা। মাঝখান থেকে তলোয়ারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল গাধাটি।

টাকা পেয়ে বার্লি বোঝাই গাধার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। ফলে সে অক্ষতভাবেই বেঁচে গেল।

দেমাকি গাধা তার সব লুঠ হয়ে গেছে বলে কান্না জুড়ে দিল। অন্যটি তখন বলল : ভালোই হয়েছে, আমার মাল তাদের আকৃষ্ট করে নি। টাকা পয়সার কাছে এ তো নগণ্য। ফলে আমার কিছু খোয়াও যায় নি। উপরন্তু আমার গায়ের চামড়াটিও অক্ষত রইল।

শিক্ষা : নিরীহ গরিব লোকই নিরাপদ জীবনযাপন করে। কারণ তাদের কিছুই খোয়া যাওয়ার ভয় থাকে না।

গেঁয়ো ইঁদুর ও শহুরে ইঁদুর

গেঁয়ো ইঁদুর ফসলের ক্ষেতের আনাচে কানাচে গর্ত খুঁড়ে থাকে। সে একদিন এক শহরের ইঁদুরকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে এল। শহুরে ইঁদুর খুব খুশি হয়ে খেতে এল। খাবার দেখে কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল তার। শুধু বার্লি আর ভুট্টা—এ আবার একটা খাবার হল নাকি? সে বন্ধুকে বলল : তোমাদের খাবারে দেখছি কোনো বৈচিত্র্য নেই—একেবারে সাদামাঠা। আমাদের ওখানে এসো—দেখবে কতরকমের খাবার।

দুই বন্ধু শহরে গেল। সেখানে নানান রকমের খাবার। পনির, জ্যাম, জেলি, মটরশুঁটি থেকে নিয়ে মায় শিমের বীজ পর্যন্ত সবকিছু। এসব দেখে গেঁয়ো ইঁদুরের চক্ষু স্থির। এমনটি সে জীবনেও দেখে নি। তার নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে সে মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর তারা খেতে বসল। গেঁয়ো ইঁদুর ভাবছে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টায় মুখ দেবে, ঠিক এমনি সময় দরজা খুলে কে যেন এসে ঘরে ঢুকল। মুহূর্তে কেউ লুকাল গিয়ে প্যান্ট্রির টেবিলের নিচে, কেউবা দেরাজের পেছনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। লোকটি চলে যেতেই তারা বেরিয়ে এসে আবার খেতে বসল। ওমা! খাবার মুখে তুলতে না তুলতেই আবার দরজা খোলার আওয়াজ।

আবার সবাই পড়ি কি মরি করে দে ছুট। এমনি করে কি আর খাওয়া যায়? গেঁয়ো ইঁদুরের আহারের রুচি রইল না আর। সে তখন তার বন্ধুকে বলল : না ভাই। আমি চললাম। উপোস করি ক্ষতি নেই, কিন্তু এই মুহুর্মুহু অশান্তির মধ্যে খেতে পারব না। তোমরা তোমাদের মৌজে থাক। আমি ক্ষেতের সাধারণ খাবারই খাই গিয়ে। সেই ভালো।

শিক্ষা : অহরহ অশান্তি ও ভয়ের মধ্যে বিলাসবহুল জীবনযাপনের চেয়ে শান্তিতে শাকভাত খেয়ে জীবন ধারণ করা অনেক ভালো।

অপাত্রে ভরসা

নেকড়ে বাঘ একটি ভেড়ার পালের পিছু পিছু হাঁটছিল। রাখালের সজাগ দৃষ্টি তার 'পরে। কিন্তু নেকড়ে কিছুই করে না। শুধু ভেড়ার পালের পিছু পিছু হেঁটেই চলে। মন্দ উদ্দেশ্যের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না তার মাঝে। ক্রমে রাখাল ভাবল নেকড়েটির কোনো কুমতলব নেই। বরং তাকে দেখে অন্য নেকড়েরা পাল আক্রমণ করতে আসে না। রাখালের কেমন যেন ভরসা জন্মে গেল নেকড়ের উপর।

কিছুদিন পর শহরে যাবার প্রয়োজন হল রাখালের। চিন্তা হল ভেড়ার পাল কার হেফাজতে রেখে যায়। শেষ পর্যন্ত সাতপাঁচ ভেবে সে নেকড়েটিরই জিম্মায় তার ভেড়ার পাল রেখে শহরে গেল।

এদিকে এমন সুবর্ণ সুযোগ নেকড়ে কি আর ছাড়ে? রাখাল চোখের আড়াল হতেই সে গপাগপ ভেড়ার পাল প্রায় সাবাড় করে ছাড়ল। ফিরে এসে তার প্রিয় ভেড়ার পালের দুরবস্থা দেখে রাখাল মনের দুঃখে বলল : আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল যে নেকড়ের জিম্মায় ভেড়া রেখে যাবার এই পরিণতি হবে।

শিক্ষা : লোভীর কাছে লোভনীয় কিছু জিম্মা রাখলে তা গচ্চা যাবেই।

সব কিছুতেই দোষ

পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ছড়া তরতর করে নেমে এসেছে। একটি ছোট্ট ভেড়া ছড়ায় মুখ দিয়ে চুক্ চুক্ করে পানি খাচ্ছিল। একটু উজানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল নেকড়ে বাঘ। তরতাজা বাচ্চা ভেড়াটিকে দেখে তার জিভে জল। সে ভাবল একটি অজুহাত বের করে ভেড়াটিকে খাওয়া যাক। একটুখানি সরে এসে সে পানিতে মুখ দিল। তারপর নিচে ভেড়াকে উদ্দেশ করে বলল : এ্যাই! তুমি আমার খাবার পানি ঘোলা করছ কেন?

ভেড়া মাথা উঁচিয়ে বলল : আমি তো অনেক নিচে থেকে ছড়ার পানি খাচ্ছি। এঁটো পানি উজানে যাবে কী করে?

নেকড়ে একটুখানি চুপ করে থেকে বলল : হু! আমার জানা আছে তোমার সব কাণ্ডকারখানা। গেল বছর তুমিই তো আমার বাবাকে অপমান করেছিলে। মনে কর আমি তা ভুলে গেছি? এক্ষুনি তার প্রতিশোধ নেব।

নিরীহ ভেড়াটি অবাক হয়ে বলল : বা রে! গেল বছর তো আমার জন্মই হয় নি, তো তোমার বাবাকে অপমান করলাম কী করে?

ক্ষেপে উঠে নেকড়ে বলল : 'খুব তো চ্যটাং চ্যটাং মুখের উপর কথা বলছ, বেয়াদপ কোথাকার। তোমাকে আমি খাবই খাব।

শিক্ষা : কাউকে অন্যায় আঘাত করতে বদ্ধপরিকর মানুষ কোনো যুক্তিই মানতে চায় না।

যখনকার কাজ তখন

একটি ছাগল তার পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল গিয়ে এক খেঁকশেয়ালীর খপ্পরে। উপায় নেই দেখে ছাগলটি বলল : আমি জানি তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। মরব সে তো জানা কথা, সবাইকেই একদিন মরতে হয়। তবে কিনা আমার বড় সাধ, আমার প্রাপ্য সম্মানের সাথে আমি মৃত্যুবরণ করব। এক কাজ কর না ভাই? আমাকে মেরে ফেলার আগে একটু বাঁশি বাজাও না? আমি মরণ নাচটি নেচে নিই?

শেষ অনুরোধ—শেষ সাধ। খেঁকশেয়ালী রাজি হল।

বাঁশির সুরের তালে তালে নাচতে লাগল ছাগল। আর সেই সুর শুনে ছুটে এল পাহারাদার কুকুরগুলো। খেঁকশেয়ালীর ছাগল খাওয়া আর হল না। তাকে পালাতে হল। পালাতে পালাতে বুঝতে পারল খেঁকশেয়ালী, তার যখন কসাইয়ের কাজ করার কথা ছিল তখন বাদ্যকারের ভূমিকা পালন করা তার মোটেও উচিত হয় নি।

শিক্ষা : যখনকার কাজ তখন না করে অন্যদিকে মন দিলে হাতের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

সাবধানের মার নেই

এক চাষী দুর্যোগের দরুন বাড়িতে আটকা পড়েছিল। অনেকদিন ধরে চলল দুর্যোগ। থামার কোনো নামগন্ধ নেই।

এদিকে চাষীর কী উপায়? তাকে তো খেতে হবে? উপোস করে কতদিন চলা যায়। একদিন সে তার ভেড়াটাকে জবাই করে খেল, তারপর খেল ছাগল। দুর্যোগের তবু শেষ নেই। ঘর থেকে বেরুনোই দায়। শেষ পর্যন্ত ষাঁড়টিকেও জবাই করতে হল পেটের দায়ে। এসব দেখে ঘরের কুকুরগুলোও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করল। বলল : আমাদের এবার সাবধান হতে হবে। ষাঁড়ও যখন রেহাই পেল না তখন আমাদেরও বাঁচার উপায় নেই। এবার আমাদের পালা। পেটের দায়ে মনিব আমাদেরও ছেড়ে দেবে না। মনিবের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না।

শিক্ষা : বন্ধু যখন বন্ধুত্বের অবমাননা করে তখন তার থেকে সাবধান হতে হয়।

যথেষ্ট

সূর্যিমামার বিয়েতে সব পশু আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। ব্যাঙগুলোরও ফুর্তি আর ধরে না। একটি ব্যাঙের হঠাৎ খেয়াল হল। সে ব্যাঙগুলোকে ডেকে বলল : তোমরা বোকার মতন আনন্দে মেতে উঠেছ কেন বল তো? তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে সূর্য একাই পৃথিবীসুদ্ধ নদী-নালা-খাল-পুকুর সব শুকিয়ে ফেলার

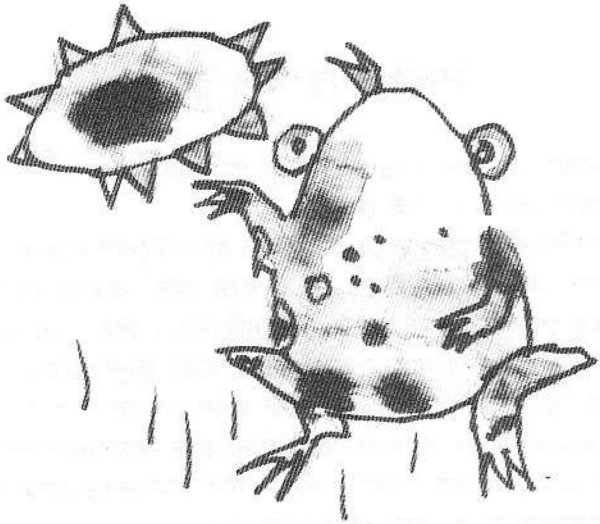

জন্য যথেষ্ট ? তার উপর বিয়ে করে তারই মতন একটি ছেলেও যদি জন্ম নেয় তা হলে আমাদের উপায়টা কী হবে? আহ্লাদে তো সবাই মেতে উঠেছ সবাই। এদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ যে একেবারে ঝরঝরে।

শিক্ষা : আনন্দোৎসবে শূন্যমস্তিষ্ক অনেকেই না বুঝে সবার সাথে যোগ দেয়।

বুদ্ধির জোর

মোরগ ও কুকুরে বন্ধুত্ব। দুই বন্ধু একসঙ্গে ভিনদেশে যাত্রা করল। পথে রাত হয়ে গেল। মোরগ তখন গাছের মগডালে আশ্রয় নিল আর কুকুরটি সেই এক গাছেরই ফোকরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে স্বভাববশত মোরগটি ডেকে উঠল : কুক্কুরুক্কু কু-কু।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল ধূর্ত খেঁকশিয়ালী। মোরগের ডাক শুনে তার কান খাড়া হয়ে উঠল। গোল গোল চোখ তুলে দেখে নিল মোরগটি কোন গাছের মগডালের পাতার আড়ালে বসে আছে। জিভে তার ততক্ষণে জল এসে গেছে। মোরগটিকে নাগালের মধ্যে আনতে পারলেই হয়। খেঁকশিয়ালীর আবার শয়তানি বুদ্ধির অভাব তো নেই। সে ভালোমানুষটির মতো গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়ে বলল : বাহ্! বাহ্! মোরগভাই, তোমার কণ্ঠস্বর তো ভারি মিষ্টি? এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারীর সাথে কোলাকুলি করে প্রাণ ধন্য করতে ইচ্ছে করছে যে। এস তো ভাই নিচে নেমে—তোমার সাথে আলাপ করি।

মোরগ খেঁকশিয়ালীর মতলব ঠিকই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু তাকে শায়েস্তা করার শক্তি তো নাই। শক্তি না থাকলে কী হবে বুদ্ধি তো আছে! সে পাখা ঝটপট করে বলে উঠল : নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি এক্ষুনি নেমে আসছি। দারোয়ান আমার নিচে ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডেকে দিই—সে দরজা খুলে দিলেই নেমে আসছি আমি। বলেই দারোয়ান দারোয়ান বলে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সে ডাকাডাকিতে কুকুরের ঘুম গেল ভেঙে। আর একলাফে সে এসে খেঁকশেয়ালীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে তার দফারফা করে ছাড়ল।

শিক্ষা : বিজ্ঞ লোক বুদ্ধির জোরে নিজের চেয়ে শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করায় তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী লোক দিয়ে।

ভুল করে চাওয়া

রাখালটি তার পালের একটি বাছুর খুঁজে পাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল : ঈশ্বর! চোর দেখিয়ে দিলে তোমার উদ্দেশে ছাগল বলি দেব।

প্রার্থনা তার মঞ্জুর হল হয়তো। কারণ কিছুক্ষণ পরেই সে বনের ভিতর গিয়ে দেখতে পেল তার বাছুরটি প্রায় খেয়ে শেষ করেছে এক বিরাট সিংহ। ভয়ে রাখালের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। আকাশের দিকে দু হাত তুলে সে বলল :

ঈশ্বর রক্ষা কর। চোর দেখিয়ে দিলে ছাগল বলি দেব বলেছিলাম। ষাঁড় বলি দেব ঈশ্বর, এ যাত্রায় যদি সিংহের খপ্পর থেকে আমাকে তুমি রক্ষা কর প্রভু।

শিক্ষা : মানুষ অনেক সময় না বুঝে এমন জিনিস চায়, যা পেতে না পেতে তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ধৈর্য

সিংহের তাড়া খেয়ে বিরাট এক ষাঁড় গিয়ে ঢুকল এক গুহায়। সেটি ছিল জংলি ছাগলের আস্তানা। ছাগলগুলো বাগে পেয়ে তাকে শিং দিয়ে গুঁতোতে লাগল। ষাঁড় তবু নড়ে না। বেরুবার নামও করে না। শেষ পর্যন্ত ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বলল : তোমাদের ভয়ে চুপ করে আছি তা মনেও কোরো না। আমি শুধু বাইরে দাঁড়ানো সিংহের ভয়ে চুপ করে আছি।

শিক্ষা : অধিক শক্তিশালীর ভয়ে মানুষকে অনেক সময় চুনোপুটির লাথিও সহ্য করে থাকতে হয়।

উপযুক্ত শাস্তি

অশুভ ক্ষণে ইঁদুরের সাথে ব্যাঙের হল বন্ধুত্ব। নিষ্ঠুর এক চালাকির শিকার হল ইঁদুরটি। ব্যাঙ ইঁদুরের একটি পা তার নিজের পায়ের সাথে বেঁধে বলল : চল আমরা তিন ঠ্যাঙে দৌড়াই। দৌড় শুরু হল, দৌড়াতে দৌড়াতে পুকুর পাড় পর্যন্ত এসেই ব্যাঙ মনের আনন্দে পুকুরে লাফিয়ে পড়ল। ব্যাঙের কী? সে তো দিব্যি ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ আওয়াজ তুলে পুকুরের জলে মাতামাতি শুরু করে দিল। এদিকে ইঁদুর বেচারা পানি খেয়ে পেট ফুলে মরেই গেল। কিন্তু মরা দেহ তো আর জলে ডুবে থাকে না, ইঁদুরও মরে গিয়ে যথাসময়ে ভেসে উঠল। আর তাই দেখে ছোঁ মেরে এক চিল তাকে তুলে নিয়ে উড়ে চলল। ব্যাঙের পা তখনো ইঁদুরের পায়ের সাথে বাঁধা। তাকেও যেতে হল সাথে। দুজনেই গেল চিলের পেটে।

শিক্ষা : অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয়। দোষী শেষ পর্যন্ত তার শাস্তি ঠিকই পায়।

অভিজ্ঞতা

শেয়াল, গাধা আর সিংহ একজোট হয়ে শিকারে বেরুল। বেশ কিছু জন্তু জানোয়ার শিকার করার পর সিংহ বলল : ঠিক আছে। এবার গাধা তুমি ভাগ করে দাও তো দেখি সবাইকে।

গাধা সমান সমান তিন ভাগ করে বলল : মহারাজ! আপনার ভাগ আপনি বেছে নিন।

সিংহ রেগেমেগে গাধাকেই খেয়ে ফেলল। তারপর শেয়ালকে বলল : শেয়াল! এবার তুমি ভাগ করে দাও দেখি।

শেয়াল নিজের জন্য একেবারে যৎসামান্য রেখে অপর ভাগে সবকিছু দিয়ে বলল : সিংহমশাই! আপনি ভাগ পছন্দ করুন।

সিংহ তখন বলল : শেয়াল! তোমাকে এভাবে ভাগ করা কে শেখাল?

শিয়াল জবাব দিল : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! গাধার দশা দেখেই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

শিক্ষা : অন্যের দুর্দশা থেকে আমাদেরও অনেক কিছু শিখবার আছে।

ধীরে হলেও নিশ্চিত

কে কার চেয়ে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এ নিয়ে কচ্ছপ আর খরগোশের শুরু হল তুমুল বাকবিতণ্ডা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল প্রতিযোগিতায় প্রমাণ হবে কে শ্রেষ্ঠ।

নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে দুজনেই রওনা দিল। খরগোশ জানে তার সাথে কচ্ছপের কোনো তুলনাই হয় না। প্রতিযোগিতায় প্রথম দিকে কচ্ছপকে দেখা গেল খরগোশের অনেক পিছনে থপ্ থপ্ করে এগুচ্ছে। নিশ্চিত মনে খরগোশ তাই মাঝপথে পৌঁছে একচোট ঘুমিয়ে নিল। সে জানতেও পারল না কখন কচ্ছপ তাকে পেরিয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে এক দৌড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে খরগোশ দেখে, কচ্ছপ সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে।

শিক্ষা : শুধু শক্তি থাকলেই হয় না, তার সদ্ব্যবহার করা চাই।

স্বার্থপরের যুক্তি

ফাঁদে পড়ে শেয়ালটিকে নিজের প্রাণরক্ষার্থে নিজের সুন্দর লেজটি বিসর্জন দিতে হয়েছিল। লজ্জায় ধিক্কারে প্রাণ তার অস্থির। এ অবস্থায় সমাজে মুখ দেখানো দায়। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সবগুলো শিয়ালকে যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিজেদের লেজ খসানোতে রাজি করানো যায় তাহলে তো লেজকাটা শেয়ালের লজ্জার কিছু থাকে না। বাহ্! তোফা বুদ্ধি।

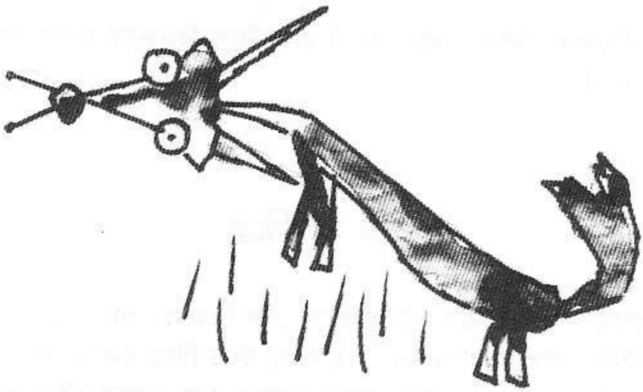

লেজকাটা শেয়াল সব শেয়ালের সভা ডেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেজ না থাকার সপক্ষে বক্তৃতা ঝাড়ল : লেজ থাকার সত্যি কত বিড়ম্বনা। বিশ্রী একটা ভারী ফালতু বোঝা মিছিমিছি কেন বয়ে বেড়ানো? ভায়েরা! তোমরা বুদ্ধিমানের মতো নিজের লেজ আজই কেটে ফেলে দিয়ে লেজুড়মুক্ত হও।

সভার মধ্যে একটি শেয়াল কিন্তু তার মতলব ঠিকই টের পেয়ে গেল। মাথা চুলকে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল : ভায়া! নিজের লেজ নেই বলে বুঝি আমাদের দলে টানার চেষ্টা হচ্ছে?

শিক্ষা : অনেকেই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিতৈষী সেজে অন্যকে উপদেশ দিয়ে থাকে।

অনুকরণের নেশা

গাছের মগডালে বসে বাঁদর দেখল জেলেরা নদীতে মাছ ধরছে। কিছুক্ষণ পর জেলেরা নদীর ধারে জাল গুটিয়ে রেখে অদূরে খাবার খেতে গেল। বাঁদর স্বভাবত অনুকরণপ্রিয়। সে তখন ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এসে জেলেদের মতো জাল দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায় যেই না জালে হাত দিয়েছে অমনি মাছের জালে সে নিজেই গেল আটকা পড়ে। দেরিতে বুদ্ধি এল তার। জালে আটকা পড়ার পর তার খেয়াল হল, কী করে জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয় তা না জেনে এ কাজে হাত দেওয়া তার উচিত হয় নি।

শিক্ষা : নিজে না জেনে কোনো কাজে হাত দিলে বিড়ম্বনার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

শত্রু না মিত্র

বেড়া টপ্‌কাতে গিয়ে শেয়াল বাবাজীর পা গেল পিছলে। ভয় পেয়ে সে কাছের একটি কাঁটার ঝোপ আঁকড়ে ধরল। হাত-পা ছড়ে গিয়ে রক্তাক্ত কাণ্ড। ব্যথায় সে কেঁদে ফেলে বলল : বিপদে তোমার সাহায্য চেয়ে আমার এই অবস্থা। এর চেয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়াই ভালো ছিল।

কাঁটার ঝোপ হেসে উঠে জবাব দিল : আমাকে জাপটে ধরে তুমি মস্ত ভুল করেছ। কী করব বল? আমার কাজই আঘাত দেওয়া।

শিক্ষা : বিপদে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলে যার-তার কাছে সাহায্য চাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সততাই শ্রেষ্ঠ

এক দরিদ্র কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাটছিল। তার কুড়ালটি হঠাৎ পানিতে পড়ে যায়। কুড়ালটি ফিরে পাবার কোনো উপায় নেই দেখে বেচারা নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবতা হারমাস দেখা দিয়ে তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন। দরিদ্র কাঠুরে ঘটনাটি সরলমনে খুলে বলল। দেবতা নদীতে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়াল তুলে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি তোমার?

না তো—এটা আমার কুড়াল নয়। বলল কাঠুরে। আবার ডুব দিয়ে হারমাস নিয়ে এলেন রুপোর কুড়াল।

কাঠুরে বলল : না, এটাও আমার কুড়াল নয়।

তৃতীয়বার ডুব দিয়ে নিয়ে এলেন তিনি কাঠুরের হারানো কুড়াল।

হ্যাঁ—এটাই আমার কুড়াল। খুশি হয়ে উঠল কাঠুরে। তার সততায় মুগ্ধ হলেন দেবতা। তার কুড়াল তাকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি। এবং সেইসঙ্গে সোনার ও রুপোর কুড়াল দুটিও তাকে উপহার দিলেন।

উৎফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে গল্পটি সে তার বন্ধুদের বলল। বন্ধুরা তার অভূতপূর্ব সৌভাগ্যে হতবাক। একজন ভাবল সেও এরকম এক দাঁও মারবে। ভেবেচিন্তে সে নদীর ধারে এসে ইচ্ছে করে নিজের কুড়াল নদীতে ফেলে দিয়ে নদীর ধারে কাঁদতে বসে গেল। হারমাস দেখা দিলেন। সব শুনে নদীতে ডুব দিয়ে তুলে আনলেন সোনার কুড়াল। প্রশ্ন করলেন : এটা কি তোমার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়াল। খুশি হয়ে উঠল সে। দেবতা তার নিছক মিথ্যা বলার ধরন দেখে রুষ্ট হয়ে সোনার কুড়াল তো দূরের কথা, তার নিজেরটাও আর তুলে দিলেন না।

শিক্ষা : সৎ ব্যক্তিকে ধর্ম সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর যেমন বদ্ধপরিকর অসৎ ব্যক্তিকে দমন করতে।

ছুঁচোর ঢিবি থেকে পর্বতপ্রমাণ

একদা একটি সরু পথ দিয়ে চলতে চলতে হেরাক্লাস পথের ওপর আপেলের মতো কী একটা পড়ে রয়েছে দেখতে পেলেন। তিনি পা দিয়ে মাড়িয়ে জিনিসটাকে থেঁতলে দিলেন। জিনিসটা গুঁড়ো হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, আকারে যেন আরো বড় হয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। তাই না দেখে হেরাক্লাস তাতে আরো জোরে আঘাত করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠির সদ্ব্যবহার করতে থাকলেন। জিনিসটি বাড়তে বাড়তে এত বড় হয়ে গেল যে সারা পথ জুড়ে এপাশ ওপাশ আড়াল করে দাঁড়াল। তিনি অবাক হয়ে হাতের লাঠি ছুড়ে ফেলে দিলেন।

এমন সময় দেবী এথেনা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : হয়েছে ভাই হয়েছে। এবার ক্ষান্ত দাও। দেখছ না এ যে তর্ক ও বিরোধের আত্মাস্বরূপ। যেমনটি আছে তাকে তেমন থাকতে দাও। খোঁচালে বা এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে তাকে ফুলে ফেঁপে বৃহদাকার ধারণ করতে প্রলুব্ধ করা হয়।

শিক্ষা : বিরোধ আর রেষারেষি অন্তহীন দুর্দশা ডেকে আনে।

মিথ্যে সম্মান

গাধার পিঠে দেবীমূর্তি চাপিয়ে লোকটি মন্দিরে যাচ্ছিল। পথের লোকজন দেবীদর্শনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল। গাধা ভাবল তাকেই বুঝি সবাই সম্মান প্রদর্শন করছে। নিশ্চয়ই সে নিজে খুব একটা কেউকেটা কিছু হবে। অহংকারে তার আর মাটিতে পা পড়ে না। সে গ্যাট হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল পথের মাঝখানে।

তার মনিব তখন ব্যাপারটা টের পেয়ে গাধার পিঠে কষে বেত বসিয়ে দিল। বলল : গাধার কাছে হার মেনে যাব আমি ? তা হলে আমার মানবজন্মই বৃথা।

শিক্ষা : যে সম্মান নিজের প্রাপ্য নয়, তার অহংকার করলে তা বোকামিরই নামান্তর।

বোকারাম

এক বানর খুব ভালো নাচত। তার নাচে মুগ্ধ হয়ে পশুরা তাকে তাদের রাজা নির্বাচিত করল। তাই না দেখে শেয়াল হিংসায় বাঁচে না।

একদিন বনের ভিতর ফাঁদে পাতা একটুকরো গোস্ত দেখতে পেয়ে সে ছুটে গিয়ে বানরকে বলল : রাজামশাই খুব ভালো গোস্তের সন্ধান পেয়েছি। খাবারটা খুবই রাজোচিত। তাই নিজে না খেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি।

বানর রাজা তো মহাখুশি। অহ্লাদে আটখানা হয়ে সে ছুটে চলল শেয়ালের সাথে। খাবার দেখে জিভে তার জল এসে গেল। এক লাফে গোস্তটুকু তুলতে গিয়েই কিন্তু সে ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। রগড় বুঝে বানর শেয়ালের ওপর মহাখাপ্পা।

এদিকে শেয়াল তো হেসে কুটিকুটি। হাসতে হাসতে সে বলল : তোমার মতো এমন বোকারাম আমাদের রাজা হয় কী করে? হি হি হি।

শিক্ষা : না বুঝে কাজে হাত দিলে ক্ষতি অনিবার্য।

হাতে হাতে ফল

এক ব্যক্তি তার বন্ধুর কিছু গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করার তালে ছিল। বন্ধুটি অগত্যা তাকে বলল : আচ্ছা তুমি প্রতিজ্ঞা করে বল আমি তোমার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখি নি।

লোকটি তখন এটা ওটা বলে বন্ধুকে বিদায় করে ভাবল শহর থেকে পাততাড়ি গুটানোই ভালো, অন্তত কিছুদিনের জন্য।

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে সে দেখতে পেল একজন খোঁড়া বৃদ্ধ ব্যক্তি তারই মতো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : আপনি কে? কোথায় যাচ্ছেন?

'প্রতিজ্ঞা আমার নাম।' বলল বুড়ো, 'আমি চলেছি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীদের শাস্তি দিতে।"

'আপনি সাধারণত কতদিন শহরের বাইরে থাকেন?' জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

'চল্লিশ বছর। কখনো কখনো তিরিশ বছরেও ফিরে আসি।' জবাব দিল প্রতিজ্ঞা বুড়ো।

এ কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে শহরে ফিরে এল লোকটি এবং সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলল যে সে তার বন্ধুর কোনো টাকা গচ্ছিত রাখে নি।

পরক্ষণেই কোথা থেকে প্রতিজ্ঞা বুড়ো এসে হাজির। থ' হয়ে গেল লোকটি। কেঁদে বলল সে : আপনি যে বললেন তিরিশ চল্লিশ বছর শহরের বাইরে থাকবেন? আমাকে তো আপনি একটা দিনও রেহাই দিলেন না?

'সেরকমই কথা ছিল।' বলল প্রতিজ্ঞা বুড়ো, 'কিন্তু এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসি।'

শিক্ষা : আল্লাহর বিচার কখন কীভাবে দুষ্টলোকের উপর শুরু হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

পরচুলা

টাক ভরা মাথায় পরচুলা পরে ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুলেন। জোর কদম ছুটছিল ঘোড়া। বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ তার পরচুলাটি উড়ে গেল। লাগামধরা হাতে তিনি ঠেকাতে পারলেন না। রাস্তার লোকজন তার নাজেহাল অবস্থা দেখে হেসে বাঁচে না। ভদ্রলোক ঘোড়া থামিয়ে বললেন : 'এতে অবাক হবার কিছু নেই আসলে। যার চুলে পরচুলাটি তৈরি—সেও তো ছাই নিজ মাথায় চুলগুলি ধরে রাখতে পারে নি।' এই বলে তিনিও তাদের সাথে কিছুটা হাসলেন।

শিক্ষা : এরকম নাজুক অবস্থায় লজ্জিত হবার কিছু নেই। যার যা নেই—ধার করে তা পূরণ করা সম্ভব হলেও আজীবন তা আঁকড়ে রাখা যায় না। যে নগ্ন অবস্থায় আমাদের জন্ম—সেভাবেই তো যেতে হবে--মাঝে থেকে যা নই তাই দেখাতে গিয়ে অহেতুক হয়রানির শিকার হওয়ার দরকার কী?

প্রাণভয়ে চিৎকার

একটি রাখাল ছেলে ঠাট্টা মশকরা খুবই ভালোবাসত। সে তার গরু ভেড়া নিয়ে চরাতে চলে যেত একেবারে দূর থেকে দূরে, লোকালয় প্রায় ছাড়িয়ে। মাঝে মধ্যে সে মশকরা করে প্রাণপণ চিৎকার করে বলত : 'বাঁচাও! বাঁচাও! নেকড়ে আমার পাল আক্রমণ করেছে—কে কোথায় আছ—বাঁচাও!' লোকজন সত্যি মনে করে সাহায্য করতে ছুটে এসে দেখত কোথায় নেকড়ে আর কোথায় কী? রাখালটি তখন হেসে লুটোপুটি।

কয়েকবার এরকম করার পর সত্যি সত্যি যখন নেকড়ে একদিন তার পাল আক্রমণ করল তখন ঠাট্টা মনে করে তার প্রাণপণ চিৎকার শুনেও কেউ সাহায্য করতে এল না।

শিক্ষা : সচরাচর বিপদ আপদের কথা বলে যারা পরের সাহায্য চায় সাময়িকভাবে উপকারে এলেও আসল বিপদে সাহায্য সহানুভূতি পাবার সম্ভাবনা কম হয়।

সত্যিকারের বন্ধু

সক্রেটিসের জন্য একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করা হচ্ছিল। ঘরটির আকার দেখে পথিকেরা যা সচরাচর করে থাকে অর্থাৎ মতামত না চাইতেই মন্তব্য জাহির করে বলল—'আপনার মতো জ্ঞানী মানী ব্যক্তির জন্য বুঝি শেষ পর্যন্ত এইটুকুন একটি ছোট্ট সাধারণ ঘর?' জবাবে সক্রেটিস বলেছিলেন—'এই ঘরে স্থান সংকুলান হয় এই পরিমাণ সত্যিকারের প্রকৃত বন্ধুসংখ্যাও হয় কি না কে জানে। বন্ধুসংখ্যা ভাগ্যে থাকলে হয়।'

শিক্ষা : বন্ধুত্ব কথাটি সবারই মুখে মুখে কিন্তু প্রকৃত বন্ধু খুব কমই ভাগ্যে জোটে।

আত্মপ্রশংসা

একজন ভদ্রলোক তার নিজের লেখাটি ঈশপ সাহেবকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। লেখাটিতে লেখক তার নিজের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করেছিলেন। লেখাটি সম্বন্ধে বুড়ো ঈশপের মতামত জানতে অতি উদগ্রীব ভদ্রলোক ঈশপকে বললেন, 'কী সাহেব! আপনি নিশ্চয় এ কথা ভাবছেন না যে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বেশি কিছু বলেছি অথবা আমি নিজের ক্ষমতার ওপর অন্ধবিশ্বাসী?'

জবাবে ঈশপ বললেন—'আমার মনে হয় আপনি নিজের প্রশংসা করে ভালোই করেছেন। কারণ এ কাজ করার জন্য অপর কাউকে পাবেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

শিক্ষা : নিজের প্রশংসা নিজে করার কথা নয়। ভালো কাজ করলে অপরের প্রশংসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। তবেই প্রশংসাকে প্রশংসা বলে মনে করবে।

ঘোলাজলে মাছ ধরা

একজন লোক নদীতে মাছ ধরছিল। চেষ্টা করছিল। সে নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে জাল পেতে রেখে অন্য একটি দড়িতে নুড়ি বেঁধে ওপরে নিচে এলোপাতাড়ি ছোড়াছুড়ি করছিল। উদ্দেশ্য ছিল নদীর মাছ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে অধিকহারে জালে আটকা পড়বে। সেই এলাকারই একজন লোক তার এহেন কাণ্ডকারখানা দেখে বলল : 'একি তুমি খামোকা নদীর জল ঘোলা করছ কেন?'

জেলে তখন বলল, 'দেখছ না মাছ ধরছি? জল ঘোলা না করে মাছ ধরব কী করে? আর মাছ না ধরলে না খেয়েই মরতে হবে।'

শিক্ষা : জাতীয় জীবনেও দেখা যায় লোকজনকে অযথা ক্ষেপিয়ে তোলার ওপরই নির্ভর করে কিছুসংখ্যক লোকের সাফল্য।

ছোট বড়

জেলেটি সমুদ্রে মাছ ধরছিল। জাল টেনে টেনে তীরে এনে দেখল বেশ কটা বড় মাছ তাতে ধরা পড়েছে। ছোট মাছগুলো অবশ্য জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শিক্ষা : সাধারণ লোকেরও ভাগ্য ভালো। তারা সহজে বিপদ-আপদ এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু বড়লোকের মুশকিল। তারা সহজে পার পায় না।

657646
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র**
অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র